গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৫ সংখ্যা (ডিজিটাল) www.ganadabi.com ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

মহান মাও সে-তুং স্মরণে

৯ সেপ্টেম্বর চীন বিপ্লবের রূপকার, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড মাও সে-তুং-এর ৪৫তম স্মরণ দিবস উপলক্ষে দলের শিবপুর সেন্টারে মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ (ছবি)। দলের কেন্দ্রীয় অফিস ৪৮ লেনিন সরণিতে কমরেড মাও সে-তুং-এর ছবিতে মাল্যদান ও রক্তপতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মানব বেরা। দেশের সর্বত্র দলের অফিস, সেন্টার এবং জনবহুল স্থানে মাও সে-তুং স্মরণে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এই উপলক্ষে তাঁর রচনা থেকে পাঠ এবং তার চর্চায় অংশ নেন দলের কর্মী-সমর্থকরা।

কমরেড সুধাংশু জানার স্মরণ সভায় কমরেড সৌমেন বসুর বক্তব্য তিনের পাতায়

রেল এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে বিক্ষোভ

রেলের বেসরকারিকরণ ও কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে ১০ সেপ্টেম্বর এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে রেল দপ্তরগুলিতে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং রেলমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।
ছবি ঃ কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে বিক্ষোভ। আরও ছবি ও খবর আটের পাতায়

মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়ছে মানুষ

সরকার জনগণের, নাকি ফাটকাবাজদের

গরিব মানুষের বাঁচবার আর কোনও উপায় নেই। একে তো লকডাউনের একটানা ধকল সামলে ওঠার ক্ষমতা কোনও ভাবেই কোনও সাধারণ পরিবারের সামনে খোলা নেই, তার উপরে বাজার থেকে সামান্য কিছু কেনা এবং রান্নার হাঁড়িতে চাপানোর কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছে না অগণিত পরিবার। চাল ডাল তেল নুন সবজি থেকে শুরু করে জামা কাপড় প্রভৃতি প্রতিটি দ্রব্য, যাকে বলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, তার দাম অগ্নিমূল্য বললেও পুরোটা বোঝানো যায় না।

কেন সব জিনিসের দাম বেশি? সরকারের উত্তর লকডাউন! লকডাউনে ব্যবসায়ীরা তাদের মুনাফার জন্য দাম বাড়িয়ে দেবে, তাদের কিছু বলা যাবে না, তাদের গাঁটের কড়ি বাড়বে— এটাই তো দস্তুর! এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা মূর্খামির সমতুল্য— এই হল দেশের কর্তাব্যক্তিদের হাবভাব। অন্যদিকে গরিব নিম্নবিত্তদের চিন্তা— জিনিসপত্রের দাম বাড়লে এভাবে তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনবে কী করে? প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এটাও মহামূর্খের প্রশ্ন ছাড়া আর কিছু নয়! এর অতি সাধারণ দুটি উত্তর আছে। হয় তারা কিনবে না, আর নয় তো কিনতে গেলে কড়ি ফেলতে হবে বাবা — সোজা কথা। কড়ি কোথা থেকে আসবে? এর উত্তর হল— এটা মহা বোকার প্রশ্ন! খাটতে হবে কষ্ট না করলে কখনও কেষ্ট পাওয়া যায়? এটাই হল সমাজে প্রচলিত 'জ্ঞানের' কথা। বেঁচে থাকতে হলে কষ্ট করতে হবে। এ তো সহজ-সরল বিষয়! এইটা বুঝতে চাও না কেন বাবা তোমরা গরিব দিনমজুর, খেতমজুরেরা? কিন্তু খাটবে কোথায় মানুষ?

এ প্রশ্নের উত্তর বড় জটিল। সদ্য প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় এক প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন ভারতবর্ষের ৭৭ কোটি যুবক-যুবতী কর্মহীন। সারা দেশের এখনকার জনসংখ্যা ১৩০ কোটির কিছু বেশি। একেবারেই অপারগ শিশু এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সংখ্যা অন্তত ৩০ কোটি। তা হলে কর্মক্ষম যুবক-যুবতী প্রতিদিন গায়ে-গতরে এবং বুদ্ধিবৃত্তির জোরে কাজের সুযোগ পায় কত? সাধারণ পাটিগণিতের অঙ্ক বলছে ২৩ কোটি মাত্র। পাশাপাশি অর্জুন সেনগুপ্তের রিপোর্ট পার্লামেন্টে পেশ করে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছিলেন, ভারতবর্ষের ৭৩ শতাংশ মানুষের প্রতিদিনের আয় ২০ টাকাও নয়। অবশিষ্ট ২৭ শতাংশ মানুষ কুড়ি টাকা এবং তার বেশি আয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, এই চিত্র আমাদের এই মহান ভারতের

দুয়ের পাতায় দেখুন

রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনের ডাক

রেল সহ সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ৯ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে ১০ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

রেলের বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ১০ সেপ্টেম্বর কলকাতা সহ জেলায় জেলায় রেলের বিভিন্ন দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হবে এবং রেলমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করা হবে। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনে স্টেশন ম্যানেজারকে হকার ও পরিচারিকাদের নিয়ে ডেপুটেশন ও বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করা হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চরম মূল্যবৃদ্ধি সহ রাজ্য সরকারের নানা জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ১০-৩০সেপ্টেম্বর বাজারে বাজারে বিক্ষোভ দেখানো হবে। সেপ্টেম্বর ব্যাপী প্রচারের শেষে ১ অক্টোবর রাজ্যের সমস্ত ব্লক অফিসে গণবিক্ষোভ সংগঠিত করা হবে।

এ ছাড়া ৪ জুলাই কুলতলির মৈপীঠে দলের জেলা কমিটির সদস্য সুধাংশু জানাকে যে তৃণমূল আশ্রিত গুণ্ডারা হত্যা করেছিল ও তার পরবর্তী সন্ত্রাসে শতাধিক বাড়ি ও দোকান যারা পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং লুঠ করেছিল তাদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং মৈপীঠে সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর রাজ্যব্যাপী 'মৈপীঠ সংহতি দিবস' পালন করা হবে। মৈপীঠে সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে। ওই দিন জেলার প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ সভা সংগঠিত করা হবে।

সরকার জনগণের, নাকি ফাটকাবাজদের

একের পাতার পর

বর্তমান সরকার একবারও উচ্চারণ করে না। ছাপ্পান্ন ইঞ্চির ছাতি দেখিয়ে এই সরকার বাহাদুর দুনিয়াজুড়ে ঢাক পিটিয়ে যাচ্ছে, দেশের ভেতরে আমরা কত সুখে আছি— তার পরাকাষ্ঠা। করোনা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আচমকা লকডাউন ঘোষণা করে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ঘাড়ের উপর যে ভয়ঙ্কর সংকট নামিয়ে দিয়েছে তার পরিণতি এই ৫ মাসে দেশবাসী ভোগ করছে হাড়ে হাড়ে। শুধু পরিযায়ী শ্রমিক অন্তত আড়াই কোটি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অসহায় হয়ে কর্মহীন অবস্থায় চরম সংকটে পড়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে এবং এ রাজ্যেও গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষুদ্র শিল্প, সড়ক ও নির্মাণ শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে কর্মরত যারা ছিল তারা আজ বাস্তবে কর্মহীন। কী অবস্থায় তারা বেঁচে আছে এবং বাঁচার জন্য সংসার পরিজনকে নিয়ে লড়াই করে যাচ্ছে। কে তার খবর রাখে? পিএম কেয়ারের লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা কার কাজে লাগছে তার উত্তর নেই। অথচ সামান্য ত্রাণটুকু দেওয়ার জন্য অসহায় অবস্থায় পতিত দেশবাসী, বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও কল্যাণমূলক সংস্থার পক্ষ থেকে হা-হুতাশ করার পরেও মহামান্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাক, নিস্পন্দ। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড বুরো ২০১৯ এর রিপোর্টে বলেছে, অন্ততপক্ষে ৪৩০০০ কৃষক ও দিনমজুর এক বছরে আত্মঘাতী হয়েছে দেশে। যদিও পশ্চিমবাংলা সহ কয়েকটি রাজ্যের তথ্য এর মধ্যে নেই। তা হলে বাস্তবে সংখ্যা কত ভয়ানক। আর ২০২০, অর্থাৎ এবছর মার্চ মাস থেকে লকডাউন এর পরিণতিতে পরিযায়ী শ্রমিক থেকে শুরু করে কৃষক খেতমজুর দিনমজুর অসহায় ঝুপড়ি বস্তিবাসী মানুষের আত্মহত্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা কত এ সংবাদ কোনও দিন প্রকাশিত হবে না। এই মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর জন্য সরকারের কোনও ভাবনা না থাকলেও ধনকুবের কর্পোরেটদের জন্য তাদের ঘুম নেই এটা প্রমাণিত। বণিকসভা সিআইআই আর্থিক ত্রাণের দাবি জানিয়ে চিঠি লিখেছে প্রধানমন্ত্রীকে। সেখানে তাদের প্রস্তাব, অর্থনীতিকে সঙ্কট থেকে বাঁচাতে অবিলম্বে দু লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্প আনার কথা বিবেচনা করে দেখুন সরকার। (আনন্দবাজার-২১মার্চ, ২০২০)। আশ্চর্য হল, এই দাবি বণিকসভা তুলেছে ২০ মার্চ, তখনও এহেন লকডাউন যে ঘোষণা হতে যাচ্ছে তা ঘুণাক্ষরেও দেশবাসী জানে না। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ধনকুবেররা এবং প্রধানমন্ত্রী ও তার সরকার উভয়েই খুব ঘনিষ্ঠতার ভেতর দিয়ে কি হতে যাচ্ছে তা স্পষ্ট করে জানত। এই ধনকুবেররাই লকডাউনে বিপর্যস্ত মানুষের রক্ত ঘাম শুষে নিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আরও মুনাফা বাড়িয়ে চলেছে। আর ছিবড়ে হয়ে যাচ্ছে নিরুপায় দেশবাসী।

এমতাবস্থায় মূল্যবৃদ্ধির ধাক্কা দেশের আপামর সাধারণ মানুষের ওপর কীভাবে আসছে তা কল্পনা ও আতঙ্কের। এই ধাক্কা কত বড় তা কয়েকটা বিষয় লক্ষ করলেই স্পষ্ট হবে। ২০১৪ সালে যখন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে গড়পড়তা চালের দাম ছিল ২২ টাকা কিলো, গত বছর অর্থাৎ ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে সেই চালের দাম হয় ৪০ টাকা, এ বছর তার দাম ৪৮ টাকা কিলো। ঠিক একইভাবে মসুর ডালের দাম ২০১৪ তে ছিল ৭০ টাকা, ২০১৯-এ ১০০ টাকা, আর এখন একশো ১২০ টাকা। আলু ২০১৪ তে এই সময় ছিল ৮ টাকা, ২০১৯ শে ছিল ২২ টাকা, এখন তা কমপক্ষে ৩৫ টাকা, কোথাও বা তারও বেশি। দুধ যার দাম সরকারিভাবে ঘোষিত হয়, ২০১৪ তে এই সময় ছিল ২৫ টাকা লিটার, ২০১৯শে হয়েছিল ৪০ টাকা, এখন দাঁড়িয়েছে ৪৪ টাকা। এইভাবে প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের নাগালের বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে মাঝ থেকে লুটবার সুযোগ করে দিচ্ছে ধনকুবেরদের এই সরকার। কালোবাজারি ও ফাটকাবাজদের শাস্তি দেওয়ার নাম করে অন্ততপক্ষে লোকদেখানো যে আইন ছিল যাকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন বলা হয় তাকে এই লকডাউন এর সুযোগ নিয়ে সম্পূর্ণ লোপাট করে দিয়েছে বর্তমান মোদি সরকার। এই ফাটকা কারবারের স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলার জন্যই খুচরো বাজারে আগুন জ্বলছে। সাধারণ আলু ৩৪-৩৫ টাকা কিলো, চন্দ্রমুখী আলু ৪০ টাকা, পটল ৭০-৮০ টাকা, টম্যাটো ৮০-১০০ টাকা, ঢ্যাঁড়শ ৬০ টাকা, কুদরি ৫০ টাকা, বেগুন ৬০ টাকা। অন্যান্য সব জিনিসের দাম একই হারে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেন এত দাম তার উত্তর কোথাও স্পষ্ট নয়। এ বছর আলু চাষি দাম পেয়েছে ৭ থেকে ৮ টাকা কিলো প্রতি। এখন সেই চাষিকেই কিনতে হচ্ছে ৩৫থেকে ৪০ টাকা কিলোতে। কেন এত বড় ফারাক? এটা কি ন্যায্য? চাষির কাছ থেকে আলু কিনে নিয়ে বড় ব্যবসায়ী এবং কোল্ড স্টোরেজের মালিকরা লক্ষ লক্ষ কুইন্টাল আলু স্টোরে রেখে পরে বিক্রি করে বাজার অনুযায়ী সারা বছর। কত খরচ তাদের হয়? আলু কিনতে খরচ সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা কুইন্টাল, প্যাকেজিং এবং কোল্ডস্টোরেজে পৌঁছানো আবার স্টোর থেকে এক সাধারণ গড়পড়তা বাজারে পৌঁছানোর জন্য খরচ ২৫০ টাকা কুইন্টাল, কোল্ড স্টোরেজের ভাড়া ১৪০ টাকা কুইন্টাল। সব মিলিয়ে মোটামুটি খরচ দাঁড়ায় ১২০০ টাকা কুইন্টাল। এর উপরে মুনাফা ধরলে বাজার দর কোনোভাবেই ১৫০০ টাকা কুইন্টালের উপরে হতে পারে না। অথচ দাম চলছে প্রায় তিনগুণ এর কাছাকাছি। সংবাদমাধ্যমে ইতিমধ্যেই ফড়ে-রাজের কথা ব্যাপকভাবে এসেছে। কিন্তু সরকার? কাকস্য পরিবেদনা! কেন্দ্রীয় সরকার অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন তুলে দিয়ে ফাটকাবাজ এবং ফড়েদের হাতে বাজার তুলে দিয়েছে। রাজ্য সরকার টাস্কফোর্স গঠন করেই দায় খালাস। টাস্কফোর্সের তিনবার বৈঠক হয়েছে ইতিমধ্যে। কিন্তু পর্বতের মূষিক প্রসব ছাড়া অন্য কোনও ফল ক্রেতারা পায়নি। উল্টে ক্রেতাদের দিতে হচ্ছে প্রতিদিন অগ্নিমূল্য গুনে গুনে। রাজ্য সরকার ব্যবসায়ীদের জন্য সরাসরি অনেক অঙ্ক কষে ২২ টাকা কিলো আলুর দর বেঁধে বিক্রির ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিল টাস্ক ফোর্সকে। কোথায় টাস্ক ফোর্স তাদের হদিশ কেউ কোথাও পেয়েছেন? টাস্ক ফোর্সের ফোর্সটা কি তা হলে মুনাফাখোর ফাটকাবাজদের হয়ে কাজ করবার জন্যই ব্যস্ত? এ বিষয়ে কি কারও কোনও সন্দেহ থাকতে পারে?

আসল কথা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ধনকুবের ও ফাটকাবাজদের জন্য পরিকল্পিতভাবে এই বিপুল পরিমাণ লুঠের ব্যবস্থা করে তার একটা বড় অংশ আসন্ন নির্বাচনে পারের কড়ি সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। করোনায় দেশময় ভয়ঙ্কর চেহারা নিক, হাজার হাজার মানুষ মরে যাক, লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মচ্যুত হোক, গরিব নিম্নবিত্ত পরিবার সব ছারখার হয়ে যাক, মুনাফাখোর ধনকুবেরদের স্বার্থরক্ষাই আসলে এদের কাছে দেশরক্ষার বাহানা। সেই কারণে লকডাউনের সাথে সাথেই সিআইআই-এর আবেদনে কালবিলম্ব না করে ৬৬ হাজার কোটি টাকা তাদের হাতে অনুদান তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার। পিএম কেয়ারের টাকা কোথায় যাচ্ছে তার কোনও হদিস তারা দিচ্ছে না। এই টাকার কিয়দংশ হাত ঘুরে এসে নির্বাচনে কাজে লাগবে এই চর্চা সর্বত্র। ভোটের ঘন্টা বেজে গেছে যে! সরকার ব্যস্ত ভোট নিয়ে। না হলে প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ মানুষ করোনা আক্রান্ত হচ্ছেন এখন, তা যতই বাড়ুক ট্রেন চলবে, বাস চলবে ঘোষণা করে দিচ্ছে সরকার। স্বাভাবিক পরিস্থিতি না দেখাতে পারলে ভোট হবে কী করে? আর তা হলে আগামী পাঁচটি বছরের জন্য লুটপাটের ব্যবস্থা পাকাপাকি হবে কী করে?

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাস্তায় বামপন্থী ছাত্রসংগঠন

অনলাইন ক্লাসের নাম করে তেলেঙ্গানার বিভিন্ন বেসরকারি ও কর্পোরেট স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যাপকহারে ফি বাড়িয়েছে। এর প্রতিবাদে এআইডিএসও সহ নানা বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ১২ আগস্ট রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে ধরনা দেয় এবং ফি প্রত্যাহারের দাবি জানায়। ধরনায় সভাপতিত্ব করেন ডিএসও-র হায়দরাবাদ জেলা সম্পাদক কমরেড এম বেঙ্কটেশ। মুখ্য বক্তা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক আর গঙ্গাধর বলেন, করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ চরম সংকটগ্রস্ত, তখন এই ভয়াবহ ফি বৃদ্ধি ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত করবে। তিনি সরকারের কাছে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মতামতের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষা পরিচালনার দাবি জানান।

বিজেপি সরকারের লাঠিচালনার বিরুদ্ধে

ডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস

শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, স্থায়ী কাজ না দেওয়া পর্যন্ত বেকারভাতা দেওয়ার দাবিতে ৪ সেপ্টেম্বর ভোপালে এআইডিওয়াইও-র নেতৃত্বে শত শত যুব কর্মী মিছিল করে প্রশাসনিক ভবনের দিকে গেলে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ সরকারের পুলিশ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। শতাধিক কর্মী গ্রেপ্তার বরণ করেন এবং আহত হন অনেকেই। এর প্রতিবাদে ৫ সেপ্টেম্বর এআইডিওয়াইও সর্বভারতীয় কমিটির আহ্বানে দেশ জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে নারায়ণগড় ব্লকের বেলদাতে (ছবি) ওই দিন প্রতিবাদ মিছিল ও সভা হয়।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি মিড ডে মিল কর্মীদের

মিড ডে মিল কর্মীদের পুজোর বোনাস, অবসরকালীন ৩ লক্ষ টাকা, মাতৃত্বকালীন ছুটি সহ বিভিন্ন দাবিতে ১০ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেয় এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন। ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা দাবি পূরণে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান।

নিঃস্বার্থ দরদবোধ, অসীম সাহস ও বীরত্বের সাথে আমৃত্যু সংগঠনকে রক্ষার সংগ্রাম করেছেন কমরেড সুধাংশু জানা

স্মরণসভায় কমরেড সৌমেন বসু

তৃণমূল-আশ্রিত দুষ্কৃতী বাহিনীর নৃশংস আক্রমণে নিহত হন দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুধাংশু জানা, গত ৪ জুলাই। প্রয়াত কমরেডের স্মরণে ২৯ আগস্ট জয়নগর জেলা অফিসে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন বিধায়ক, রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার। উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য, জেলা সম্পাদক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে নিহত কমরেডের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসুর সম্পূর্ণ ভাষণটি প্রকাশ করা হল। সমগ্র সভাটি অনলাইনে সম্প্রচার করা হয়।

শহিদ কমরেড সুধাংশু জানার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। অর্থাৎ আমার থেকে উনি সাত বছরের ছোট। জুনিয়ার ও সম্ভাবনাপূর্ণ কমরেডের মৃত্যুতে বয়সে বড় যে কোনও কর্মীরই যে মানসিক আঘাত লাগে, সেই বেদনা ভারাক্রান্ত মন নিয়েই তাঁর স্মরণে আমাকে বলতে হবে।

আমি কমরেড সুধাংশু জানার ঘরে বেশ কিছু বার থেকেছি। ওঁকে কিছু ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছি এবং বুঝেছি যে, তিনি অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্ভাবনাপূর্ণ কমরেড। কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসের আগে অনুষ্ঠিত জেলা সম্মেলনে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। আমার প্রত্যাশা এবং আমাদের নেতৃত্বের স্বপ্ন ছিল, কমরেড সুধাংশু জানা আরও বিকশিত হবেন এবং আরও দায়িত্বপালনের উপযুক্ত হয়ে নিজেকে গড়ে তুলবেন। সে ক্ষমতা ও সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল। তাই এই মৃত্যু আমাদের পক্ষে এক বড় আঘাত ও ক্ষতি।

শহিদ কমরেড সুধাংশু জানাকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমরা একই সঙ্গে স্মরণ করব এই জেলার আরও ১৬৫ জনের বেশি শহিদ কমরেডকে। যাঁদের মধ্যে আছেন শহিদ কমরেড আমির আলি হালদারের মতো উঁচু মানের কমিউনিস্ট নেতা। আর আছেন কমরেড হাকিম শেখ, কমরেড সুজাউদ্দিন আখন্দ, কমরেড মোকাররম খাঁ, কমরেড অশোক হালদার, কমরেড সুষেণ মাইতির মতো অত্যন্ত মূল্যবান ও সম্ভাবনাপূর্ণ বিপ্লবী কর্মী। এই সমস্ত শহিদেরাই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তায় গরিব চাষি-মজুর-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত মানুষের নানা সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে গিয়ে এবং সংগঠনকে সংহত ও বিস্তৃত করতে গিয়ে শোষক শ্রেণির বিষনজরে পড়েছিলেন।

আমি শুধু কংগ্রেস-সিপিএম-তৃণমূল কংগ্রেসের কথা বলছি না, আমি বলছি শোষক শ্রেণি, দেশের পুঁজিপতি শ্রেণির কথাও। তাদের মুনাফা লুঠের রাজত্ব রক্ষার স্বার্থে যখন যে দলকে, এ দেশে কেন্দ্রে হোক বা রাজ্যে, তারা শাসনক্ষমতায় বসায়, সেই দলই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে চরম শত্রু বলে মনে করে। কেন তারা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে এত বিষনজরে দেখে? শাসনক্ষমতায় বসলেই, সে কংগ্রেস হোক, বিজেপি হোক, তৃণমূল হোক আর সিপিএম হোক, কেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে তাদের চরম শত্রু বলে গণ্য করে? তাদের ক্ষমতা বাঁটোয়ারার যে রাজনীতি, গদি দখলের যে রাজনীতি, পুঁজিপতিদের সেবা করার এবং জনগণকে ঠকানোর ও লুণ্ঠন করার যে রাজনীতি, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পার্টি কি তাদের সেই লুঠের চৌকিদারির রাজনীতিতে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী? না, আমরা ওই রাজনীতির ঠিক উল্টো— ওদের চরম বাধা। আমরা তো এখনই বিপ্লবের উপযোগী শক্তি অর্জন করে ফেলিনি, তবুও তাদের এত রাগ কেন? কারণ শোষক শ্রেণি ও তাদের পাহারাদার শাসক দলগুলি এই একই চিন্তায় ঐক্যবদ্ধ যে, এই দলটির জাত আলাদা, এ তাদের গোত্রের নয়। একে বাড়তে দিলে এই শোষণ ব্যবস্থার আর করে-খাওয়ার রাজনীতির সর্বনাশ। তাই ওদের সকলের আতঙ্ক, একে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে হবে। আমরা যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখি এবং যে বিপ্লব বিজ্ঞানভিত্তিক পথে একদিন হবেই, সেই বিপ্লবের পথেই রাশিয়া, চিন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে একদিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়াতে সত্তর বছরে কোনও ভিখারি ছিল না, বেকার ছিল না, পতিতাবৃত্তি ছিল না, কোনও মূল্যবৃদ্ধি ছিল না। অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও অবস্থা এমনই হয়ে উঠছিল, শ্রমজীবীদের সমৃদ্ধি বাড়ছিল। কিন্তু মহান লেনিন-স্ট্যালিনের শিক্ষা নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছিলেন, আদর্শগত চর্চা ও মননজগতে উন্নত সংস্কৃতির চর্চা না বাড়ালে বিপদ হবে। এইসব দেশগুলোতে বাইরের সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী শক্তির প্ররোচনা আর দেশের ভিতরে বিপ্লব বিরোধী চিন্তায় বিভ্রান্ত ও আবিষ্ট শক্তির চক্রান্তের ফলে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটে। আমরা বিজ্ঞান দিয়ে বুঝেছি এই

স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড সৌমেন বসু

বিপর্যয় সাময়িক। অতীতেও যখন বিশ্বের ইতিহাসে পরিবর্তন এসেছে, তখনও এই ধরনের সাময়িক বিপর্যয় ঘটেছে। কিন্তু সমাজের অগ্রযাত্রা থামেনি। তাই আবার সেখানে বিপ্লব হবে। পৃথিবীর সমস্ত দেশে পুঁজিবাদের লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে রিক্ত-নিঃস্ব মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। তারা বিচার চাইছে, বাঁচার তীব্র বাসনায় তারা লড়াইয়ের পথ খুঁজছে। মানুষ লড়াইয়ের ময়দানে আসবেই এবং ইতিহাসের গতির বিজ্ঞান মেনে সমস্ত দেশে বিপ্লব হবেই। ভারতবর্ষেও বিপ্লব হবে। বিপ্লবের জন্য দরকার, যথার্থ একটি বিপ্লবী আদর্শ এবং যথার্থ বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি। সেই পার্টিই এ দেশে গড়ে তুলেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। সেই দলের রীতি, নীতি-নৈতিকতা, সংস্কৃতি সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। তাই শোষক-শাসকদের এত আতঙ্ক।

আমরা গণআন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই জনগণকে প্রভাবিত করার লক্ষ্য নিয়ে এবং সম্ভব হলে বিধানসভা ও লোকসভায় আমাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে গরিব মানুষের আন্দোলনের কথাগুলি বিধানসভা, লোকসভার অভ্যন্তরে পৌঁছে দিতে চাই। এ দেশের মানুষও জানেন, আজকের যে দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক দলগুলি পুঁজিপতিদের সেবা করে, তাদের থেকে আমরা সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। কংগ্রেস আমলে যেমন এই জেলাতে এবং অন্য অনেক জেলাতেও আমাদের কর্মীরা খুন হয়েছেন, শহিদ হয়েছেন, একইভাবে সিপিএমের আমলে এই জেলাতেই দেড়শোরও বেশি কমরেড শহিদ হয়েছেন। আবার আজকে তৃণমূল আমলেও শহিদ হচ্ছেন। আজ শহিদ কমরেড সুধাংশু জানার স্মরণসভায় তাঁর মৃত্যুকালীন যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করে এর কারণ এবং কর্তব্য আপনাদের নির্ধারণ করতে হবে।

এই সভার বক্তব্য এই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় আমাদের পার্টির লক্ষাধিক মানুষ এবং এর বাইরেও যাঁরা পার্টিকে ভালোবাসেন তাঁরা শুনছেন, তাঁদেরও সবাইকে আমি ভেবে দেখতে বলব। আমরা আমাদের দলের শিক্ষা অনুযায়ী প্রয়াত বা শত্রুর আক্রমণে নিহত কোনও কমরেডের স্মরণসভায় তাঁর সংগ্রাম ও গুণগুলি স্মরণ করি এবং নিজেরা সেই গুণ অর্জন করার জন্য সংগ্রাম করতে চাই, উন্নত চরিত্রের সন্ধান পেতে চাই। আমাদের পার্টির পলিটবুরো সদস্য ছিলেন আপনাদের এই জেলার কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী। তিনি ক্যান্সারে মারা যান আপনারা সবাই জানেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সর্বহারা শ্রেণির মহান পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভায় বলেছিলেন, মানুষ মাত্রেই দোষে গুণে মানুষ। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর যেমন অনেক গুণ ছিল, মহৎ গুণ ছিল, তেমনই স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর কিছু দোষও তো ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পরে আমরা দোষ নিয়ে আলোচনা করি না। পলিটবুরোর একজন সদস্যের স্তরে দোষটা কোথায়? ওইরকম একজন বড় নেতার দোষ কোথায়? কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, একটা স্তরের একজন কমরেডের ক্ষেত্রে যে গুণ থাকা উচিত, সেই গুণের অভাবই তাঁর দোষ। আপনারা যাঁরা এই বক্তব্য শুনছেন সকলেই এটা ভাববেন। আমাকে যেমন এটা ভাবায়, আমার স্তরে আমার যে গুণ থাকা উচিত, তা আমাকে অর্জন করতে হবে। যদি আমার তা না থাকে, সেটা আমার দোষ। তাই কমরেড সুধাংশু জানার কাছ থেকে যদি কিছু গুণ অর্জন করতে পারি, অসহায় মানুষের প্রতি তাঁর সেই নিঃস্বার্থ দরদবোধ, সেই সাহস, অপ্রতিরোধ্য বীরত্বের বহু নিদর্শন, নিজেকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়ে গরিব কমরেডদের পাশে থাকার জন্য যে উদারতা ও গভীর ভালবাসা, সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করে, চোখরাঙানি তুচ্ছ করে, তিনি যেভাবে সংগঠনকে রক্ষা করেছেন এবং যেভাবে তিনি চরম আক্রমণের মুখে মৃত্যুবরণ করেছেন— আমরা সকলে যদি তাঁর থেকে এগুলি শিখতে পারি, তবেই তাঁকে স্মরণ করা সার্থক হবে। তা হলেই আমরা মহান শিক্ষকের এই শিক্ষাটিকেও যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করতে পারব।

কমরেড সুধাংশু জানা কি প্রথমে যেভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, যেসব গুণ ও দোষ নিয়ে দলে এসেছিলেন, বরাবর তেমনই ছিলেন? বাস্তবে তা নয়। ত্রুটিমুক্ত হওয়ার সংগ্রামের মাধ্যমে বিকাশের পথেই তিনি ক্রমে ক্রমে উন্নত ও বিকশিত হয়ে যে স্তরে উঠেছিলেন, তা বোঝা এবং তাঁর থেকে কী কী গুণ আমাদের নেওয়ার আছে, সেটা চর্চা করার জন্য আমরা স্মরণসভার আয়োজন করি।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবন এলাকার খেতমজুর ভাগচাষি, গরিব চাষিদের ওপর জোতদারেরা কী ধরনের অত্যাচার চালাত, সেই মর্মান্তিক বিবরণ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আপনারা জানেন। আমি কিছুদিন দেবীপুরে ছিলাম। দেবীপুরের সেই জোতদার দেবী রায়ের অত্যাচারের কাহিনি আমি শুনেছি। ওখানে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রীতীশ চন্দকে পাঠানো হয়েছিল সংগঠনের কাজ করতে, গরিব চাষিদের ঐক্যবদ্ধ করতে। দেবী রায় বন্দুক ধরেছিল তাঁর বুকে। কমরেড চন্দ বলেছিলেন, মারুন, তার আগে আমার কথাগুলোর জবাবটুকু দিন। জবাব দেয়নি। এই অবস্থায় সেখানে

চারের পাতায় দেখুন

শহিদ কমরেড সুধাংশু জানার স্মরণসভা

তিনের পাতার পর

সংগঠন গড়ে উঠেছিল। এইসব এলাকায় আগেকার জমিদারেরা, জোতদারেরা ভাগচাষিদের, খেতমজুরদের, গরিব চাষিদের মানুষই মনে করত না, পোকামাকড়ের মতো মনে করত। এই মানুষদের শ্রম লুঠ করার ঈশ্বর-প্রদত্ত অধিকার তাদের আছে বলে মনে করত। গরিব মানুষের জীবন এবং মৃত্যুকে মনে করত তাদের ইচ্ছারই অধীন। কত খেতমজুর, ভাগচাষি, গরিব চাষিকে মারতে মারতে তারা মাটিতে পুঁতে দিয়েছে, সমুদ্রের জলে তাদের লাশ ভাসিয়ে দিয়েছে, মা-বোনেদের লুঠ করে নিয়ে এসে তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে, তার করুণ কাহিনি এখানকার গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে। সেই জোতদারদের অনেকের বাড়ি ছিল জয়নগর শহরেও। সেখানেও প্রায়ই শোনা যেত এই গরিব মানুষদের ঘর থেকে ছিনিয়ে আনা অসংখ্য নারীর আর্তনাদ। তাদের একমাত্র পরিণতি ছিল মৃত্যু। এসব কাহিনি আপনারা জানেন। তখন কলকাতার কয়েকজন যুবক কমরেড শিবদাস ঘোষের মহান চিন্তা এবং চরিত্রের সংস্পর্শ পেয়েছিল, সারা ভারতবর্ষ তখনও তাঁকে জানত না, চিনতও না। কমরেড শিবদাস ঘোষ তখন তরুণ বয়সের কমরেড শচীন ব্যানার্জীকে পাঠিয়েছিলেন সুন্দরবনের প্রান্তে প্রত্যন্তে। তিনিই কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে প্রথম জাগিয়েছিলেন সুন্দরবনের নির্যাতিত মানুষকে, জাগিয়েছিলেন উন্নত মর্যাদাবোধে, মনুষ্যত্ববোধে। গড়ে তুলেছিলেন প্রথম সংগঠন।

এই জয়নগরেই রূপ-অরূপ মঞ্চে পার্টির প্রথম প্রতিষ্ঠা কনভেনশন হল ১৯৪৮ সালের ২৪ এপ্রিল। কমরেড শিবদাস ঘোষ পুঁজিপতি ও জোতদার শ্রেণির চাপানো সমস্ত শোষণ-অত্যাচারের সম্পূর্ণ অবসানের পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, পরবর্তীকালে কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী, কমরেড প্রীতীশ চন্দ, কমরেড তাপস দত্ত গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় গিয়ে এ জেলার মানুষকে সংগঠিত করেছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ ও তাঁর আহ্বান এই জেলার মানুষের বুকে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। এতদিনের লাঞ্ছনা, অপমান, এত প্রাণহানি, শত শত নারীর সম্ভ্রমহানি, ফসল লুঠ করে নেওয়া, মেরে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া, সমুদ্রে ফেলে দেওয়া, গরু-বাছুর লুঠ করে নেওয়া— এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শিখিয়েছিল। ভাবতে শিখিয়েছিল, আমরাও মানুষ। মানুষ হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে, আমাদের আত্মমর্যাদাবোধ, সম্ভ্রমবোধ, আমাদের শ্রমের মর্যাদা, আমাদের বাঁচার অধিকারকে নিয়ে চোখের মণির মতো এই সংগঠনটিকে শক্তিশালী করে গড়তে হবে, একে রক্ষা করতে হবে।

এই আহ্বান গ্রামে গ্রামে দাবানলের মতো ছড়িয়ে যায়। মৈপীঠে প্রয়াত কমরেড কুঞ্জ পণ্ডিত তখন যুবক। তিনি আরও কয়েকজন যুবককে নিয়ে সেখানে প্রথম এই দলের সংগঠন গড়ে তোলেন। কমরেড কুঞ্জ পণ্ডিতের সন্তান এখন আমাদের পার্টির জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড মনোরঞ্জন পণ্ডিত। সে এবং কমরেড সুধাংশু জানা একই স্কুলের সহপাঠী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কমরেড কুঞ্জ পণ্ডিতের উপর তখন একের পর এক জোতদারের অত্যাচার চলছে— তাঁকে খুন করে দিতে পারে, এমনকি তাঁর ছেলেকেও খুন করে দিতে পারে। কমরেড মনোরঞ্জন তখন ক্লাস টেনে পড়ে। এই সময় একদিন কমরেড কুঞ্জ পণ্ডিত মনোরঞ্জনকে বলেন, তোকে যদি বাঁচতে হয়, তুই অন্য কোথাও গিয়ে থাক, তোর কোনও বন্ধুর বাড়িতে। কমরেড সুধাংশু জানার বাবা ছিলেন কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি। এই বাড়িতেই মনোরঞ্জন দু'বেলা খেত এবং পাশের একটা বাড়িতে রাতে ঘুমোত। তাদের দুজনের এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই পার্টির সঙ্গে কমরেড সুধাংশু জানার যোগসূত্র। তখন কংগ্রেসের শাসন। জোতদারেরা সব কংগ্রেসী। সেই সময়ে মণিরতট অঞ্চলে কমরেড হাকিম শেখ কমরেড শিবদাস ঘোষের আহ্বানে পার্টি গড়ে তুলেছেন। একদিন তাঁকে পুলিশের ক্যাম্প ইনচার্জ সমর মজুমদার রাত্রিতে আলোচনা আছে বলে বাড়ি থেকে ডেকে এনে মণি নদীর ধারে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি করে হত্যা করে। কংগ্রেস শাসনে জোতদারদের নির্দেশে এভাবেই পুলিশকে সেদিনও কাজে লাগানো হয়েছে। সেই কমরেড হাকিম শেখের বড় ছেলে, অন্য ছেলেরাও, বিশেষ করে তাঁর ছোট ছেলে কমরেড আনসার, এখন যে ওখানে দলের দায়িত্বে আছে— এঁরা সবাই বাবার এই শহিদের মৃত্যুবরণকে বুকের ভেতরে বিবেক করে রেখেছে, এই দলই করছে। তারা জানে, এর মধ্যেই আছে গরিবের বাঁচার শক্তি, এর মধ্যেই আছে জীবনের সত্যিকারের মূল্য। মৈপীঠের কংগ্রেসী জোতদারেরা এই সমর মজুমদারকে মৈপীঠে নিয়ে যায় কমরেড কুঞ্জ পণ্ডিতকে খুন করার জন্য। এই সময়ে ওই এলাকায় পার্টির আর এক জনপ্রিয় নেতা ছিলেন কমরেড জিতেন পাল। সমর মজুমদার মৈপীঠে এসেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে কমরেড কুঞ্জ পণ্ডিত সহ আমাদের নেতাদের, সক্রিয় কর্মীদের ধরে ধরে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে, এমনকী কমরেড জিতেন পালকে গাছের ডালে পা বেঁধে ঝুলিয়ে সারাদিন ধরে অত্যাচার চালিয়েছে। মনোরঞ্জনের তখন মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা। পুলিশ হেডমাস্টারকে বলে ওর পরীক্ষা বন্ধ করে দিল। হেডমাস্টার তাকে বলেন, যেখানে পারিস তুই চলে যা, না হলে তোকে খুন করে ফেলবে। তিনি কিছু টাকা দিয়ে বলেন জয়নগরের দিকে চলে যা। মনোরঞ্জন পণ্ডিতকে চলে আসতে হয়। ইতিমধ্যে একদিন সুধাংশু জানা কুঞ্জ পণ্ডিতের বাড়ি গিয়ে দেখে তিনি খুদ ভাজা খাচ্ছেন। এই দারিদ্র্য দেখে কিশোর সুধাংশু খুব অবাক হয়ে যায়। কারণ সুধাংশু জানার পরিবার ছিল সচ্ছল। খাওয়া পরার অভাব ছিল না। এটা দেখে তার আরও বেশি আকর্ষণ জাগে এই দলের প্রতি। যে মানুষটা ভাল করে খেতে পায় না, সে কিসের জোরে এইরকম একটা দল করে— এটাই কিশোর সুধাংশু জানাকে ভাবায়। এ দিকে তার বন্ধু মনোরঞ্জন তখন কলকাতায় রিক্সা চালায়। মনোরঞ্জনের এই অবস্থা জেনে সুধাংশু ঠিক করে সে-ও পরীক্ষা দেবে না। মনোরঞ্জন ওকে বোঝায় তুমি পরীক্ষা দাও। রাজি করায়। এই ছিল তাদের বন্ধুত্বের গভীরতা। এরপরে মনোরঞ্জন সহ কমরেড কুঞ্জ পণ্ডিত, কমরেড জিতেন পালকে নিয়ে কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী যান ডিএম, এসপির কাছে, অত্যাচারের চিহ্ন দেখান। এই চাপের ফলে সমর মজুমদার বদলি হয়, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। এই সময় সুধাংশু ও মনোরঞ্জন বন্ধুদের নিয়ে কী করে দলকে গড়ে তোলা যাবে ভাবতে থাকে। দুজন মিলে ফুটবল ক্লাব তৈরি করে, কবাডি খেলা শুরু করে এবং এই এলাকায় কয়েকটা থানা জুড়ে খুব শক্তিশালী একটা টিম গড়ে তোলে। এলাকার যুবকদের যুক্ত করে নাটক, গান, মনীষী চর্চা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতে থাকে। এর মাধ্যমেই তাদের বন্ধুদের মধ্যে মহান চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার প্রতি আকর্ষণ জাগাতে থাকে।

কমরেড সুধাংশু জানার রাজনৈতিক জীবনের এই হল সূচনাপর্ব। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে যেভাবে বহু নেতার জীবনসংগ্রাম থেকে তিনি বুঝেছেন, সেইভাবেই এগিয়ে গিয়েছেন। ১৯৮৪ সালে কমরেড জিতেন পালের উদ্যোগে মৈপীঠ সহ আশপাশের আরও কয়েকটি অঞ্চলের ছাত্র-যুবকদের নিয়ে মৈপীঠেই একটি রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির হয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা বা শিক্ষা কী, কমরেড শিবদাস ঘোষের পথ কী করতে বলে, কমরেড শিবদাস ঘোষের নীতি-আদর্শ ও উন্নত চরিত্রকে ভিত্তি করে নিজের সংগ্রাম কেমন হওয়া দরকার, সেইসব বিষয়ে এই শিক্ষাশিবিরে আলোচনা করেন তৎকালীন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রভাস ঘোষ, বর্তমানে তিনি আমাদের সর্বোচ্চ নেতা, দলের সাধারণ সম্পাদক। এই ক্লাসে কমরেড সুধাংশু জানা, কমরেড মনোরঞ্জন পণ্ডিত ও তাঁদের যুব-বন্ধুরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই উপস্থিত ছিল এবং তাঁরা এই ক্লাসের আলোচনা শুনে মুগ্ধ ও খুবই অনুপ্রাণিত হয়। মহান নেতা শিবদাস ঘোষের শিক্ষার মর্মবস্তুকে আয়ত্ত করতে হলে কী ভাবে নিজেদের সংগ্রাম করতে হবে কমরেড সুধাংশু জানা তা গভীরভাবে বুঝতে পারেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শের প্রতি আকর্ষণ তাঁর গভীর ও দৃঢ় হয় এবং তারপর থেকেই তিনি আদর্শগত চর্চাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের বই, অন্যান্য রাজনৈতিক বই এবং শরৎ সাহিত্যও নিয়মিত পড়তে শুরু করেন। শরৎ সাহিত্য পড়তে পড়তে প্রায়ই তাঁর চোখ জলে ভরে যেত— এটা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন। অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের, উচ্চ হৃদয়বৃত্তির অধিকারী হতে থাকেন কমরেড সুধাংশু। এই সময়ে তিনি নিজেকে ভেঙে গড়তে শুরু করেন। আমাদের জীবনে যেমন অনেকেই, ছোটবেলায় যেমন হওয়া উচিত তেমন কাজ করতে পারিনি। তেমন কিছু দোষের দিক আমার নিজেরও যেমন ছিল, আপনাদের অনেকেরই যেমন হয়ত ছিল, তেমন তাঁরও ছিল। মনোরঞ্জন পণ্ডিতেরও হয়ত ছিল। কিন্তু মানুষ তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। হয় পিছিয়ে যায়, না হলে বিকশিত হয়, এগোয়। একটা সাধারণ বন্ধুত্ব কীভাবে একটা সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে একজনকে দলের কাছে নিয়ে এল এবং বিকশিত হতে হতে কোথায় উন্নীত হল, আমি সেই কথা কয়েকটি ঘটনা দিয়ে বলব।

কয়েক দিন আগে ডিওয়াইও-র সম্মেলনে যাওয়ার পথে একটা মোটরভ্যান অ্যাক্সিডেন্ট হয়। কয়েকজন কর্মী মারাত্মক আহত হয়। চিকিৎসায় প্রচুর টাকা খরচ হয়ে যায়। সুধাংশু জানার যা টাকা ছিল সব নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর তিনি একটা জমি বন্ধক দেন ৯০ হাজার টাকায়। ৭০ হাজার টাকা দিয়ে সেই চিকিৎসার বিল পরিশোধ করেন। এ ছাড়া মৈপীঠের কমরেড লাল্টু সরদারকে অনেকে চেনেন, খুবই গরিব তার পরিবার— সে মহারাষ্ট্রে গিয়েছিল ডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সম্মেলন হবে বলে। করোনার কারণে সেখানে চার মাস আটকে পড়েছিল। এই সময় তার সংসার চালানোর সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছিলেন কমরেড সুধাংশু। এ ধরনের ঘটনা ওঁর ক্ষেত্রে একটি দুটি নয়। এ ছাড়াও অনেক দিন আগে থেকেই লাল্টুর একটি সন্তানকে তিনি নিজের বাড়িতে রেখে পড়িয়ে বড় করেছেন। সে এবার মাধ্যমিক পাশ করল। এখানে কমরেড সুধাংশু জানার স্ত্রী কমরেড গীতা জানা উপস্থিত রয়েছেন। কমরেড সুধাংশু একটা একটা করে তাঁর কিছু গয়নাও বিক্রি করে দিয়েছেন কোনও দুঃস্থ কমরেডের চিকিৎসা বা অন্য কোনও সাহায্যের জন্য। সব কথা তিনি হয়ত পার্টির কাছে রাখতেও পারেননি। কমরেড সুধাংশু জানা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন। তার জন্য সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে দু'টাকা করে নিতেন। কিন্তু কোনও গরিব কমরেডের থেকে নিতেন না। আবার অনেকের ক্ষেত্রে বুঝতে পারলে তার খাবারের টাকাটাও দিতেন।

কেমন করে কমরেড সুধাংশু জানার মন বিকশিত হয়েছে দেখুন। অনেকেই জানেন, আগে সুধাংশু অল্পেতেই রেগে যেতেন, রুক্ষ-কর্কশ মনে হত তাঁকে। রেগে গেলে ধৈর্য হারাতেন, চিৎকার করে কথা বলতেন। আবার সেই সুধাংশুরই গল্প উপন্যাস পড়তে পড়তে চোখ ভিজে যেত। কোনও গরিব মানুষ, সে পার্টি কমরেড না হলেও বিপদে পড়েছে জানলেই তিনি সাহায্য করার জন্য ছুটে যেতেন। জমি বিক্রি করে হোক, স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে হোক, টাকা জোগাড় করে তাদের সাহায্য করতেন। নিজের সন্তানদের মধ্যে ছোট মনের সামান্য পরিচয় পেলে বা তারা কোনও অনৈতিক কথা বলে ফেলেছে জানলে তিনি প্রচণ্ড রেগে যেতেন। ধীরে ধীরে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাকে যেমন যেমন ভাবে তিনি উপলব্ধি করেছেন, কমরেড নীহার মুখার্জী, কমরেড শচীন ব্যানার্জী, কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত, কমরেড প্রভাস ঘোষের মাধ্যমে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে তিনি যেমন করে বুঝেছেন, তেমন করে নিজেকে পরিবর্তন করেছেন, ক্রমেই বিকশিত হয়েছেন। কোথাও সাফল্য, কোথাও ব্যর্থতার পথ বেয়ে, সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে পুনরায় যোগ্যতা, ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি এগোতে থাকেন এবং ক্রমেই সকলের মনে মর্যাদা ও শ্রদ্ধার স্থান করে নেন।

আগে তাঁর মতের সঙ্গে কারওর ভিন্নমত হলে রাগারাগি করতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যৌথ সিদ্ধান্ত মানতেন। কিন্তু গত ৪-৫ বছর অন্যদের কথা তিনি শুধু বেশি শুনতেন তাই নয়, অন্যদের কথা শুনে বুঝতে পারলে নিজের ভুল স্বীকার করতেন। এমনকী হয়ত কোনও ক্ষেত্রে সমর্থন করতে পারছেন না, কিন্তু অন্যরা সমর্থন করছেন— এ কথা জেনে তিনি সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতেন। যদি মনেও করতেন—

পাঁচের পাতায় দেখুন

শহিদ কমরেড সুধাংশু জানার স্মরণসভা

চারের পাতার পর

এটা ঠিক হচ্ছে না, তা সত্ত্বেও বলতেন এটা যৌথ সিদ্ধান্ত বলেই আমি মানব। এমনকি জুনিয়ার কর্মীদের ক্ষেত্রেও এটা করতেন। এটা তো কম বড় সংগ্রাম নয়। নিজের মিথ্যা মর্যাদাবোধকে, ব্যক্তিবাদকে পরাস্ত করার কঠিন সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে ক্রমেই জয়ী হচ্ছিলেন, এগোচ্ছিলেন তিনি।

এই এলাকায় কংগ্রেস আমলে এবং পরবর্তীকালে সিপিএম আমলে আমাদের দলের ওপরে বহু হামলা হয়েছে। চরম পর্বে অনেক সময়েই কমরেডরা তাঁকে সরে যেতে চাপ দিয়েছে। বলেছে, তুমি ওদের টার্গেট, চলে যাও। তিনি সরেননি। একটা কথাই শুধু বলেছেন, 'মাটি ছাড়া যাবে না, কমরেড'।

তাঁর চরিত্রের আর একটা বৈশিষ্ট্য আমি দেখেছি। কমরেড প্রদীপ হালদার তাঁর থেকে বয়সে অনেক ছোট। পার্টি পরিবার থেকে কলকাতায় পড়তে গিয়ে ডিএসও-র মাধ্যমে পার্টির সান্নিধ্য পেয়ে কমরেড প্রদীপ দ্রুত বিকশিত হয়ে এলাকায় সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে থাকে এবং সকলের কাছেই অত্যন্ত স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যায়। আপনারা জানেন, ক্যান্সারে এই কমরেডটির অকালে মৃত্যু হয়। পার্টির এবং এই এলাকায় সংগঠন ও আন্দোলনের বিরাট ক্ষতি হয়। গত ১০-১২ বছর কমরেড সুধাংশু ও কমরেড মনোরঞ্জন উভয়েই বুঝতে পারতেন, পার্টির আদর্শভিত্তিক চরিত্রের দিক থেকে কমরেড প্রদীপ হালদার তাঁদের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে গেছে। দুজনেরই গভীর শ্রদ্ধা ছিল কমরেড প্রদীপের প্রতি। শুরুতে কমরেড মনোরঞ্জনই সংগঠক হিসাবে কমরেড সুধাংশুর থেকে এগিয়ে তাঁকেও এগিয়ে এনেছেন, নেতার ভূমিকা পালন করেছেন। শেষ দিকে কমরেড মনোরঞ্জন বুঝতেন, তাঁর অনুগামী বন্ধু কমরেড সুধাংশু জীবন সংগ্রামের গভীরতায়, ব্যাপকতায় আর পিছিয়ে নেই, কখন যেন দলের সকলের মনেই শ্রদ্ধার আসন পেয়েছেন। এই উপলব্ধি তো তাঁরও বিপ্লবী সৎ মনেরই প্রকাশ।

কমরেড সুধাংশুর আপাত রুক্ষতার আবরণের ভিতরে অত্যন্ত কোমল সংবেদনশীল হৃদয়টা সর্বদাই দুঃস্থ কর্মীদের প্রতি উদ্বেল হয়ে থাকত। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তাঁর নিজের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সাধারণ মানের। তাঁর হাতে কোনও দিনই ঘড়ি ছিল না। তাঁর ছেলে সম্প্রতি একটা ভাল টাইটান ঘড়ি কিনে দিয়েছিল। কয়েকদিন পরে এক সমর্থক এসে ঘড়িটা নেড়ে চেড়ে বলছে, বাঃ বেশ সুন্দর তো ঘড়িটা। সুধাংশু বললেন, তোর ভাল লেগেছে? নিবি ওটা? নিয়ে নে। সে তো খুব সঙ্কোচে পড়ে গেল। কিন্তু নিতেই হল। ওঁর মেয়ে সুতপা ও জামাই প্রায়ই আসত শহর থেকে, এলে মিষ্টি আনত। সুতপা বাবার বৈশিষ্ট্য জানত, বিলি না করে একটাও খাবে না— সেইভাবেই আনত। আর আনত বাক্স ভর্তি হোমিওপ্যাথি ওষুধ। গরিবদের জন্য লাগবে যে। একবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে মহিলা প্রার্থী কাউকেই রাজি করানো যাচ্ছে না। প্রার্থী হলেই সিপিএম প্রচণ্ড অত্যাচার করবে আগের মতো। সুধাংশু প্রস্তাব দিল, গীতাকে প্রার্থী করা হোক। সুধাংশুর স্ত্রী কমরেড গীতা তখন খুবই অসুস্থ। সবাই আপত্তি করল, ওই অসুস্থ শরীরে, মারা যাবে তো! সুধাংশু বললেন, মরতে তো সবাইকেই হবে কমরেড, কাউকে তো দাঁড়াতেই হবে। ও-ই প্রার্থী হোক।

এ যেমন একটা ঘটনা, ঠিক বিপরীত ঘটনা শুনুন। গত পঞ্চায়েতে মহিলা প্রধান করতে হবে। পার্টি মিটিংয়ে অনেকেই বলল, কমরেড গীতাকেই প্রধান হিসাবে মনোনীত করা হোক। সুধাংশুর প্রবল আপত্তি। বললেন, আমি অঞ্চলের পার্টি নেতা, আমার স্ত্রীকে প্রধান করা হলে আমার সম্মান, পার্টির সম্মান দুই-ই নেমে যাবে। এটা করা যায় না। কমরেডস, এইজন্যই বলছিলাম, ক্রমবিকাশের সংগ্রাম কমরেড সুধাংশুকে এ পার্টির সকলের কাছে মর্যাদার আসন দিয়েছে। এমন কত যে ছোট ছোট ঘটনা আছে তা একটা সভায় বলে শেষ করা যাবে না। এই সংগ্রামের পথ চেয়েই কমরেড সুধাংশু ক্রমশ বিকশিত হয়ে জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হয়েছেন, আমাদের প্রত্যাশা ছিল উনি আরও কঠিন ও বড় দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্য হয়ে উঠবেন।

১৯৯২ সালের ঘটনা আপনাদের অনেকেরই স্মরণে আছে। মৈপীঠে সিপিএম তখন প্রচণ্ড তাণ্ডব চালাচ্ছে। সেই সময় পার্টির কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য এবং জেলা সম্পাদক, জেলার আপামর জনগণের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় কমরেড ইয়াকুব পৈলান এসেছিলেন মৈপীঠে। সিপিএম-এর দুষ্কৃতীবাহিনী এই বৃদ্ধ নেতাকে ঘিরে ধরে অকথ্য গালাগাল করে মারতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে কমরেড সুধাংশু ঝাঁপিয়ে পড়ে কমরেড ইয়াকুব পৈলানকে জড়িয়ে ধরে সমস্ত আঘাত নিজের গায়ে নেন। এই দৃশ্য দেখে আরও একজন কমরেড অন্য দিক থেকে কমরেড ইয়াকুব পৈলানকে জড়িয়ে ধরে আড়াল করে রাখেন। কমরেড সুধাংশু জানা দ্রুত এইভাবে এগিয়ে না এলে কমরেড ইয়াকুব পৈলানকে সে-দিনই সিপিএম ঘাতকবাহিনী মেরে ফেলত। এই আক্রমণের পর থেকেই কমরেড ইয়াকুব পৈলানকে খুবই অসুস্থ হয়ে আমৃত্যু অবর্ণনীয় দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে।

কমরেডস ও বন্ধুগণ, কমরেড সুধাংশু জানা তো গরিব মজুর-চাষি-নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত মানুষের বাঁচার স্বার্থে সংগ্রাম করেছেন। সেটা কি অপরাধ? সুন্দরবনে আপনারা কী দেখছেন? কংগ্রেস আমলের জোতদাররা পরবর্তীকালে সিপিএম-এর আমলে সব সিপিএম হয়ে গেল, অনেকে সিপিএমের নেতাও হয়ে গেল। আপনারা জানেন, সিপিএম সরকারের একজন মন্ত্রী ছিল যে আমাদের বহু নেতা-কর্মীকে খুন করিয়েছে। এই জেলায় আমাদের যে ১৬৫ জনের বেশি খুন হয়েছেন, তার মধ্যে সিপিএম শাসনকালে হয়েছে ১৫০ জনের বেশি। এই সমস্ত নেতা-কর্মীদের খুনের পিছনে নেপথ্য কারিগর হিসাবে ছিল এই মন্ত্রী। এমনকী হাসতে হাসতে সে নিজের পার্টির কমরেডদেরও খুন করিয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তাকে মনে হবে ভদ্র, শান্ত— তেমনই ছবি বেরোয় কাগজে। কারণ কাগজের মালিকরাও চায় এই ধরনের নেতা, যে ভোটে জিতলে বড়লোকদের, পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনের শক্তিকে বাড়িয়ে তুলবে, অন্য দিকে গরিবদের বোঝাবে লাল ঝাণ্ডা তো আছে, লাল ঝাণ্ডা একদিন তোদের ভাল করবে। দেবীপুরে ১৯৯৭ সালে ১৪ বছরের একটা বাচ্চা ছেলে সহ পাঁচজনকে সারা রাত পিটিয়ে খুন করে বস্তায় পাথর দিয়ে ভরে ঢাকির মুখে নদীতে ফেলে দিল। কমরেডরা সারারাত নৌকা নিয়ে খুঁজছে, কেউ নদীতে নেমে খুঁজছে। সকালে নদীর পাড়ে সেই মন্ত্রী এসে পুলিশ অফিসারকে হাজার হাজার মানুষের সামনে বলল, এস ইউ সি-ই ওদের কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, আপনাদের ধোঁকা দিচ্ছে, আপনারা চলে যান। ভিড় সরিয়ে দিন। সেই সময় নদীগর্ভ থেকে ৫টি বস্তা পাওয়া গেল। বস্তার ভেতরে ৫ জন কমরেডের লাশ আর ইট-পাথর ভর্তি। পঞ্চশহিদের সেই মর্মান্তিক ঘটনার আজও কোনও বিচার হয়েছে? এই যে তৃণমূল কংগ্রেস মৈপীঠে ১০৮টি ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ভেঙে দিয়েছে, সমস্ত কিছু লুঠ করে নিয়েছে, কতজনের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে— কত জন অপরাধী গ্রেপ্তার হয়েছে? কোনও ক্ষতিপূরণ দিয়েছে সরকার? অথচ আমরা জানি এই যে যুব তৃণমূল বলে যারা গুণ্ডামি করল, মৈপীঠে আমাদের সর্বোচ্চ নেতাকে খুন করল, কত ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল, লুঠ করল, সেই ক্রিমিনালরাই সিপিএম আমলে সিপিএম-এর ঝাণ্ডা নিয়ে আমাদের কিশোর সংগঠন কমসোমল-এর সদস্য ১৪ বছরের কিশোরী কমরেড পূর্ণিমা ঘোড়ুইকে মাথায় গুলি করে হত্যা করেছিল। ১৯৮৯ সালের ৯ ডিসেম্বরের সেই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড আপনাদের সকলেরই স্মরণে আছে। এই মৈপীঠেই সিপিএম খুনিবাহিনী মজুর-চাষি আন্দোলনকে ও আমাদের দলের সংগঠনকে নিশ্চিহ্ন করতে এক বীভৎস তাণ্ডব চালিয়েছিল। আমাদের অত্যন্ত মূল্যবান ৭ জন কমরেডকে তারা সেই দিন হত্যা করেছিল। কমরেড উত্তম মুণ্ডা, কমরেড আওলাদ শেখ ও কমরেড পালান হালদারকে হত্যা করে নদীর চরে পুঁতে দেয়। কমরেড সুখময় পুরকাইত, কমরেড নিমাই পুরকাইত ও কমরেড দিলীপ গিরিকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে এবং কমরেড সুষেণ মাইতি গুলিবিদ্ধ হয়ে পরে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৯৪ সালে এই বাহিনীই কমরেড ভক্তি জানা ও তাঁর স্ত্রী কমরেড আরতি জানাকে মারধোর করে মুখে বিষ ঢেলে দিয়ে হত্যা করেছে। তাঁদের দুই শিশুকন্যা সহ আত্মীয়দের তাড়িয়ে দেওয়ার পর দেহ পুড়িয়ে দিয়েছে। আপনারা জানেন এইসব কাহিনী।

সিপিএম সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে লাখো কৃষকের জমি টাটা-সালিমের জন্য জবর দখল করতে গণহত্যা, গণধর্ষণ পর্যন্ত করিয়েছে এবং তা দেখেই সারা বাংলায় জনগণ এই শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। ৩৪ বছরের ক্ষমতাভোগ, দুর্নীতি, দলবাজি ও গণতন্ত্র ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে সিপিএম বামপন্থাকেই জনমনে অশ্রদ্ধার অতলে নামিয়েছে। আর কর্মীদের এমন রাজনীতি শিখিয়েছে যে, যেই তৃণমূল সরকারে গেল, দলকে দল ক্রিমিনাল বাহিনী ও সুবিধাভোগীরা তৃণমূল হয়ে গেল। মৈপীঠেও সেই একই কাণ্ড। গত ৪ জুলাই সকালে কমরেড সুধাংশুকে খুন করার আগের দিন ৩ জুলাই যারা তাণ্ডব চালাল, তারা সব আগে সিপিএমের ক্রিমিনাল বাহিনীতে ছিল। তারাই এখন তৃণমূলের জামা পরে নিয়েছে। এই হচ্ছে এদের রাজনীতি। কোথায় পার্থক্য তাদের? তৃণমূলের সেই সব প্রতিশ্রুতি— দুর্নীতি ও গুন্ডামি বন্ধ করার আর পুলিশ-প্রশাসনকে দলদাস বানানোর বিরুদ্ধে সেই ঘোষণা আজ কোথায়? এরাও যে পুঁজিপতিদের সেবা করতে গিয়ে একই পথে যাবে, আমাদের নেতৃত্ব তো সেই হুঁশিয়ারি আগেই দিয়েছিল। সিপিএম আজ কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? পরিচিত মানুষদের থেকে খোঁজ নিলেই আপনারা জানতে পারবেন, পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলাতেই গত ভোটেও সিপিএম তার কর্মীদের বলেছে, যেখানে আমরা জিততে পারব না, সেখানে বিজেপিকে ভোট দাও। তারা বলেছে, বিজেপি জিতুক, তারপরেই আমাদের ক্ষমতায় আসার সুযোগ হবে। নেতারা স্লোগান তৈরি করে দিয়েছে— 'আগে রাম পরে বাম'। রাম মানে বিজেপি। এ বারেও ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে সেই কথা বলছে। যদি কোনও দিন এ রাজ্যে পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে আবার সিপিএমকে ক্ষমতায় আনতে চায়, পুঁজিপতিদের টাকা আর মিডিয়ার প্রচারের জোরে, প্রশাসনের ব্যাকিংয়ের জোরে, দেখবেন হালের বিজেপি-তৃণমূল সব সিপিএম হয়ে গেছে।

তা হলে এই যে রাজনীতির নামে একটা খেলা চলছে, এই রাজনীতিতে গরিবের কী হবে? গরিব মানুষ ঠকে কেন? গরিব ঠকে কারণ সে তার শত্রুকে চিনতে পারে না। মজুর-চাষি তার শত্রুকে চিনতে পারে না। চিনতে পারে না বলেই এদের নাটকে সে বারবার বিভ্রান্ত হয়। তাদের ছলনায় সে ঠকে। যেমন কাহিনি আছে, সীতাকে রাবণ চুরি করতে পারত না যদি রাবণ নিজের চেহারা নিয়েই আসত। সে এসেছিল সাধুর বেশে। ভিক্ষা চেয়েছিল। সেই ছলনায় সীতা ভুলেছিল। এইভাবেই এদেশের মানুষও বারবার ঠকছে। এই যেমন এখন বিজেপি করোনা ত্রাসের সুযোগে দেশবাসীর টাকায় গড়া দেশের রেল, খনি, হাসপাতাল সহ সব সম্পত্তি আম্বানি-আদানি-টাটাদের দিয়ে দিচ্ছে। ছাঁটাই, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারির সীমা নেই। জাতপাত-ধর্ম নিয়ে বিরোধ বাড়িয়ে আর সীমান্ত বিপন্ন রব তুলে সব ধামাচাপা দিচ্ছে। সেই সুযোগে যে শ্যামাপ্রসাদ, সাভারকর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি বাড়াতে '৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল আর বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের সৈন্য বাহিনীতে যুবকদের নাম লিখিয়ে তাদের সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার ডাক দিয়েছিল, তাদের বলছে দেশপ্রেমিক, সর্বত্যাগী, আর দেশের শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা যোদ্ধা সুভাষচন্দ্রের নামের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ-সাভারকরকে এক আসনে বসাতে চাইছে। সুভাষচন্দ্রকে ওরা এভাবে কালিমালিপ্ত করতে চায়। মেনে নেবেন? চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার যে হিন্দুত্বের কথা বলেছিলেন, ওরা তাকে ধ্বংস করতে চায়, এমএলএ কেনাবেচার দুর্নীতিতে শত শত কোটি টাকা ঢালে, ওরা যেসব রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেখানে ওদের এমএলএ-রা নারীধর্ষণে, মদ খেয়ে গুণ্ডামিতে ধরা পড়ছে। ওরা সত্যিই কোন ধর্ম চায়? বিজেপি-আরএসএস তো যুক্তি ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা, সতীদাহ উচ্ছেদ ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তন-এর চরম বিরোধী। তাই ওরা বিদ্যাসাগর-রামমোহনের বিরোধী। ওরা এমনকি বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে, আপনারা জানেন। মোদির সব কথাই চালাকি আর মিথ্যায় ভরা। বিজেপি যেখানে ক্ষমতায় আছে, সেখানেই কৃষকের আত্মহত্যা,

ছয়ের পাতায় দেখুন

শহিদ কমরেড সুধাংশু জানার স্মরণসভা

পাঁচের পাতার পর

বেকারদের হাহাকার, মায়েদের আর্তনাদ বাড়ছে। চাকরি দেওয়া দূরে থাক, ওরা যখন তখন ছাঁটাইয়ের আইন করছে। চাষবাস, মাছচাষ, খুচরো ব্যবসা— সব বড় বড় মালিকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই বিজেপির চালাকিতে আবার আপনারা ঠকবেন কেন? গরিব মানুষকে তাদের বাঁচার স্বার্থেই আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বাঁচার এটাই একমাত্র রাস্তা। পুঁজিবাদের সমস্ত শোষণ থেকে শোষিত মানুষের মুক্ত হওয়ার সংগ্রাম কমরেড সুধাংশু জানা যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তা তাঁর জীবনের শেষ দু'দিনের ঘটনা জানলেই আপনারা বুঝতে পারবেন।

২ জুলাই থেকে ওখানে লুঠতরাজ চলছে, কমরেড সুধাংশুকে সবাই বলেছে তুমি সরে যাও, তিনি কিন্তু সরেননি। ৩ জুলাই রাত্রিবেলায় জয়নগর থেকে ফোন করা হয়েছে তখন অন্য লোককে বলেছে, ফোনটা ধরো, লোকদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে, মারছে, পুলিশ আসছে না, আগে এদের রক্ষা করি। কমরেড নন্দ কুণ্ডু সহ অনেকেই তাঁকে বারবার বলেছেন, তুমি সরে যাও, তুমি ওদের টার্গেট। তখনও তিনি বলছেন, এই সময়ে এদের ফেলে আমি যেতে পারব না। সিপিএম আমলেও বারবার যখন আক্রমণ হয়েছে তখনও সবসময় বলেছেন, আমি সরব না। এখান থেকে সরলে, মাটি থেকে পা সরিয়ে নিলে সংগঠনের ক্ষতি হবে। গরিব মানুষের ঐক্যের ক্ষতি হবে। এবার যখন তাঁর ঘর পুড়িয়ে দিচ্ছে, তাঁকে পেটাচ্ছে, তারা ঘরে ঢোকার ঠিক আগের মুহূর্তেও, কমরেডরা যারা ওকে সরিয়ে নিতে এসেছিল, আর বাঁচা যাবে না বুঝে, সেই কমরেডদের সরিয়ে দিয়েছেন। সেই অবস্থাতেও তিনি কিন্তু আত্মসমর্পণ করার কথা ভাবতে পারেননি।

আপনারা সেই অবস্থার কথাটা একবার কল্পনা করুন। আমি ভাবছি সেই অবস্থায় পড়লে আমি কী করতাম? কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে কেমনভাবে গ্রহণ করতে পারলে সেই অবস্থায় একজন এই কথা বলতে পারে! এর অর্থ কী, কমরেডস ও বন্ধুগণ? আপনাদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিতভাবে জেনেই তিনি শহিদের মৃত্যুবরণ করেছেন। খুনিরা পিটিয়ে পিটিয়ে আধমরা অবস্থায় আগুনে ফেলে তারপর গলায় শাড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে, আর বাইরে প্রচার করছে এটা আত্মহত্যা। পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে, নানা স্তরে কারচুপি করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। আপনারা কীভাবে এই ঘটনাকে নেবেন?

আপনাদের পূর্বপুরুষরা যাঁরা আপনাদের বাড়ির মানুষ, তাঁরা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শকে যখন বুকে নিয়েছিলেন, তখন সারা দেশে শুধুমাত্র কলকাতার গুটিকয়েক মানুষই সেই আদর্শকে চিনতে পেরেছিলেন। তখন এই দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনে কারা সেই পতাকাকে তুলে ধরেছিল নিজেদের জীবন বিপন্ন করে— আপনারা সেই নামগুলি স্মরণ করুন। তাদেরই আপনারা বংশধর। গৌরবময় সেই ঐতিহ্যের মানুষ হিসাবে আপনাদের কী করা উচিত তা ভাবুন। আপনারা জানেন কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ নিয়ে এই জেলায় প্রথমে কাজ করতে শুরু করেন কমরেড শচীন ব্যানার্জী। তিনিই শিবদাস ঘোষের কাছে নিয়ে যান কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীকে। পরবর্তীকালে কমরেড শচীনদার কঠোর পরিশ্রমে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় পার্টির সংগঠন গড়ে ওঠে। সেই প্রচেষ্টা ও মহান নেতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে সর্বস্ব পণ করা নেতা-কর্মী বাহিনী। তারই ফলে কমরেড ইয়াকুব পৈলান, কমরেড আমির আলি হালদার, কমরেড রেণুপদ হালদার, কমরেড রবীন মণ্ডল, কমরেড আমিনুদ্দিন আখন্দ, কমরেড নলিনী প্রামাণিক গড়ে উঠে নেতৃত্বের স্তরে দায়িত্ব নেন। তারপর আসেন কমরেডস ধীরেন ভাণ্ডারি, হাকিম শেখ, সহদেব মণ্ডল, মদন তাঁতি, কুঞ্জ পণ্ডিত, কৃষ্ণ গাঁতাইত, মহাদেব হালদার, মোকাররম খাঁ, সুজাউদ্দিন আখন্দ, সুবল সরদার, তরণী পুরকাইত, তরণী মণ্ডল, ধীরেন শিকারি, শরৎ তাঁতি, রাজারাম রায়মণ্ডলরা। এইরকম এক একটি এলাকার আদর্শবান নিঃস্বার্থ নেতাদের নেতৃত্বে তাঁদের প্রাণপাত পরিশ্রম ও আন্দোলনে খেতমজুর-গরিব চাষিদের নিয়ে এলাকায় এলাকায় এই দল গড়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে অনেকেই প্রথাগত লেখাপড়ার কোনও সুযোগই পাননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষার মর্ম বুঝে সেই শিক্ষাকে বুকের মধ্যে বহন করে তাঁরা এই দলটি গড়ে তুলেছেন, একে রক্ষা করার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করেছেন।

কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারির কথা আপনারা অনেকেই জানেন। তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে সারা রাত তর্ক করেছেন— মার্কসবাদ কী, মার্কসবাদ কীভাবে সত্য পথের সন্ধান দেয়, এই নিয়ে। তিনি ঢেঁকিতে ধান ভাঙিয়ে রায়দিঘি বাজারে বিক্রি করতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ এরকম নিরক্ষর কতজনকে মার্কসবাদী বিশ্লেষণ ও নৈতিকতার সন্ধান দিয়ে দলের সাথে যুক্ত করেছেন! এঁদের অনেককেই কংগ্রেস বা সিপিএম আমলে হত্যা করা হয়েছে, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে ভরা হয়েছে। অনেকে বৃদ্ধ বয়সেও দলের ঝাণ্ডা তুলেই মৃত্যু বরণ করেছেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় প্রথম শহিদ হয়েছেন দেউলবাড়ির কমরেড সুধীর হালদার। এ ছাড়া দেবীপুরের কমরেড সুষেণ মাইতি, নলগোড়ার কমরেড অশোক হালদারের মতো সম্ভাবনাপূর্ণ অত্যন্ত মূল্যবান এবং বামুনগাছির ইয়াকুব মোল্লা, ধনঞ্জয় সরদার, সালাম শেখের মতো উদীয়মান কত কর্মীকে তারা খুন করেছে। ৯ বারের বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ও কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার সহ কত প্রবীণ নেতাকে সিপিএম মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলে রেখে দিয়েছে। যাঁদের কথা বললাম, তাঁদের পরিবারের সন্তান আপনারা। এই জেলা থেকেই পার্টির শুরু, আজ সারা দেশে পার্টি ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের ২২টি রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের মহান আদর্শকে পাথেয় করে কমরেডরা সংগঠন গড়ে তুলছেন, গরিব মানুষের দাবি নিয়ে আন্দোলন চালাচ্ছেন। আজ শুধু বাংলার সব জেলাতেই নয়, সারা দেশের কয়েক লক্ষ শ্রমিক-কৃষক সহ হাজার হাজার ছাত্র-যুবক-মহিলা-চিকিৎসক-আইনজীবী-বিজ্ঞানী-শিক্ষক-অধ্যাপক দলের কাজ করছেন, অনেকেই এগিয়ে আসছেন। আমি কয়েকটি রাজ্যের কমরেডদের সাথে মিশেছি। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় আমি তাদের কাছ খুবই থেকে প্রেরণা পেয়েছি। দেখেছি, দক্ষিণ ২৪ পরগণার নাম শুনলে তাদের কী গর্ববোধ! এখানকার মানুষই অত্যাচার লাঞ্ছনা সহ্য করেও কমরেড শিবদাস ঘোষকে প্রথম বুকে টেনে নিয়েছিল। এখানকার কমরেডদের সম্পর্কে তাদের অসীম শ্রদ্ধা। উত্তরাখণ্ডের সাথে একটি অনলাইন মিটিংয়ে আমি যখন মৈপীঠের এই ঘটনা তাদের জানাই, তখন তাদের কথায় যেন আত্মীয়বিয়োগের বেদনা ঝরে পড়েছে। মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ নিয়ে যেখানে প্রথম এই দল গড়ে ওঠে, সেখানে কমরেডরা এইভাবে প্রাণ দিয়ে লড়ছে। এখানকার কমরেডরা পুলিশের দেওয়া সাহায্য, খাদ্য, ত্রাণ নিতে চায়নি। এই কথায় তাদের গর্ববোধ আমি লক্ষ করেছি। এর আগেও কংগ্রেস ও সিপিএম আমলে কত কমরেডের প্রাণ গেছে, তাদের পরিবারের সন্তানরা এই দলকে চোখের মণির মতো আবার সংহত করেছে শুনে তাদের কী উৎসাহ!

আপনারা অনেকেই জানেন, অন্যান্য প্রদেশের মানুষের কাছেও শুনেছেন, সারা দেশে একটা কথাই আজ সর্বত্র শোনা যাচ্ছে— এই একটা মাত্র দল কারওর কাছে বিক্রি হয়নি, অন্যায়ের কাছে মাথা নিচু করেনি। এরা ভোটবাজ, ক্ষমতালোভী দল নয়। এদের মন্ত্রী করতে চাইলেও নীতিভ্রষ্ট হয়ে এরা মন্ত্রী হয় না। এরা গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের স্বার্থ নিয়ে আন্দোলন করে। শুধু তাই নয়, মনুষ্যত্ব রক্ষার আন্দোলনও একমাত্র এরাই করে। এরা মদ-জুয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তা রুখে দেয়। একমাত্র এরাই নারীর সম্ভ্রমরক্ষা, নারী পাচার, নারীধর্ষণের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন করে। আবার এরা উন্নত মনুষ্যত্ব, উন্নত চরিত্র রক্ষার জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচন্দ, ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ, ভগৎ সিং, সূর্য সেন, নেতাজি, প্রীতিলতা— এইসব মনীষী ও বিপ্লবীদের জীবনসংগ্রাম, তাদের স্মরণদিবস উদযাপন করে, চর্চা করে। এরা পুরনো দিনের স্বদেশিদের মতো। অজানা অচেনা মানুষই বলেন, ওরা এসব কেন করে জানেন? কারণ তারা এ-রকম হতে চায়।

এই কথা আজ রাজ্যে রাজ্যে মানুষ বলছে, বাংলার জেলায় জেলায় মানুষ বলছে যে, যখন বেশির ভাগ মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে, অনেকে বাবা-মাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, স্বামী স্ত্রীকে খুন করছে, স্ত্রী স্বামীকে খুন করছে, যখন নিজের স্বার্থ ছাড়া প্রায় কেউই কিছু ভাবছে না, তখন কী করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কর্মীরা সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্র নিয়ে এভাবে তৈরি হচ্ছে? যারা এমন নিঃস্বার্থ, যারা এমন করে নিজেদের উজাড় করে দিতে পারে সাধারণ মানুষের গরিব মানুষের স্বার্থ নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে, তাঁদের তৈরি করছে কোন আদর্শ? বহু মানুষই বুঝতে পারছেন, এ হল শিবদাস ঘোষের শিক্ষা আর তাঁর মহান চরিত্রের চর্চার ফল। এই আদর্শ ছাড়া এরা এমন হত না। জনমানসের এই কথাগুলি অত্যন্ত সত্য এবং এটা আমাদের সম্পদ, আমাদের গর্ব। এ আদর্শ যে বুঝেছে সে নতুন বিবেক মনুষ্যত্ব পেয়েছে, আর যার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে বিবেক আছে সে নিজেকে বিক্রি করতে পারে না। কোটি কোটি মানুষের স্বার্থকে বিপন্ন করে নিজের জন্য কিছু জোগাড় করার চেষ্টাকে সে ঘৃণা করে। তাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার ছাত্র-যুবকদের কাছে আমার আবেদন, পুরনো নেতাদের মধ্যে কমরেড রবীন মণ্ডল, কমরেড নলিনী প্রামাণিক ছাড়া কেউই আর বেঁচে নেই। যে যুবকরা এই স্মরণসভার বক্তব্য শুনছেন, তাদের কাছে আবেদন— দক্ষিণ ২৪ পরগণার এলাকায় এলাকায় ঘরে ঘরে একদিন কমরেড সুধাংশুর মতো সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে গরিব মানুষের বাঁচার একমাত্র হাতিয়ার এই দলটাকে গড়ে তোলার কাজে আপনারা এগিয়ে আসুন, আরও বড় দায়িত্ব নেওয়ার মতো করে নিজেদের গড়ে তুলুন। এটাও খুবই লক্ষণীয়, আপনারা সকলেই দেখছেন, প্রতি অঞ্চলেই দলে দলে নতুন যুবক ও ছাত্ররা আসছে। তারা জানে এখানে মহৎ আদর্শ ও চরিত্রের চর্চা হয়।

কমরেডস, আজ প্রয়োজন, পুঁজিবাদী মুনাফা লুণ্ঠনের এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের ও নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী বাহিনী গঠনের জন্য তারই উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা। হ্যাঁ, এটা হতে পারে, কোথাও কোথাও সংগঠনে সাময়িক বিপর্যয় এল— এমন তো স্বাধীনতা আন্দোলনেও হয়েছে, চিন বিপ্লবের আগে হয়েছে। তিন লক্ষ বিপ্লবী সৈন্য নিয়ে মাও সে-তুং শুরু করেছিলেন। প্রায় আট হাজার কিলোমিটার পথে নানা বিপর্যয়, শোষক শ্রেণির সৈন্যদের আক্রমণ, দুরারোগ্য রোগ, খরস্রোতা নদী, ঝড়বৃষ্টি, হিংস্র জন্তুর আক্রমণ— তার মধ্যেও গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে গন্তব্যে পৌছলেন মাত্র কুড়ি হাজার। কিছু কমরেড বললেন, কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে আমরা কীভাবে বিপ্লব সফল করব? মাও সে-তুং বলেছিলেন, আমরা যখন তিন লক্ষ নিয়ে শুরু করেছিলাম, তখন অনভিজ্ঞ ছিলাম। আমরা এ দেশের অনেক কিছু বুঝতে পারিনি, আমরা শত্রুর শক্তিকে বুঝতে পারিনি, আমরা তাদের যুদ্ধের আদবকায়দা বুঝতে পারিনি। আমরা পরাজিত হতে হতে হতে হতে ব্যর্থতার পর ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে এখন অভিজ্ঞ হয়েছি। এখন আমরা অনেক বেশি শক্তিশালী এবং এখন আমরা বিপ্লব সমাধা করতে পারব। তার পাঁচ বছরের মধ্যে চিনে বিপ্লব জয়যুক্ত হল।

কমরেডস, আপনাদের সকলের কাছে আমাদের আবেদন, শহিদ কমরেড সুধাংশু জানার হত্যা থেকে যদি শিক্ষা নিতে হয়, তাঁর মতো সংবেদনশীল হৃদয়ের অধিকারী হোন, তাঁর মতো উন্নত তেজ, সাহস, সর্বস্ব সমর্পণ করার মতো মন, আত্মস্বার্থের বিরুদ্ধে, কাপুরুষতা, ভীরুতার বিরুদ্ধে উন্নত নৈতিক মানসিকতা অর্জন করুন। সাহসে, তেজে শুধু নয়, ধৈর্যের পরীক্ষাতেও তিনি বিকশিত হয়েছেন নতুন জায়গায়, নতুন স্তরে— তা অর্জন করুন। আমাকেও এগুলো অর্জন করতে হবে। আবার দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় সেই পুরনো দিনের মতো আন্দোলনের ঝড় তুলুন। আদর্শগত চর্চার আন্দোলন, নিজেকে বড় বিপ্লবী হিসাবে গড়ে তোলার আন্দোলন, নিজের ভিতরে পুঁজিবাদের ক্লেদাক্ত যে সমস্ত স্বার্থবাদী চিন্তা ঢুকছে তাদের চেনার এবং সমূলে উৎখাত করার আন্দোলনের ভিত্তিতে গরিব মানুষের লড়াইয়ের একমাত্র পার্টি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-কে আরও শক্তিশালী করুন। এই কথা বলে কমরেড সুধাংশু জানার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে, তাঁকে লাল সেলাম জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

যুবকরা চাইল চাকরি, বিজেপি সরকার দিল পুলিশের লাঠি

রেল, পুলিশ, শিক্ষকতা সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি দপ্তরে অসংখ্য পদ খালি পড়ে আছে মধ্যপ্রদেশ সহ দেশের প্রায় সর্বত্র। করোনা মহামারির কারণে কয়েক কোটি কর্মরত মানুষের কাজ চলে গেছে। এই সময় প্রয়োজন ছিল অতিদ্রুত সরকারি শূন্যপদ পূরণ করা। নিয়োগের প্রক্রিয়া দ্রুত চালু করে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কিন্তু সেই পথে না গিয়ে বিজেপি সরকার একদিকে রেল, বিএসএনএল, সহ নানা সংস্থা থেকে ছাঁটাই করেই চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের যখন তখন ছাঁটাইয়ের সার্কুলার দিয়েছে। সরকার রেলের পঞ্চাশ শতাংশ পদ বিলোপ করার ঘোষণা করেছে। মধ্য প্রদেশেও শিক্ষক নিয়োগ, সরকারি ক্লার্কশিপ পরীক্ষা দীর্ঘদিন হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া অবিলম্বে চালু করা এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে ৪ সেপ্টেম্বর এ আই ডি ওয়াই ও-র আহ্বানে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভোপালের রোশনপুরা চকে সহস্রাধিক যুবক-যুবতী সমবেত হয়েছিলেন। প্রথম থেকেই পুলিশ এই জমায়েত করায় বাধা দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সব বাধা উপেক্ষা করে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত যুবক-যুবতীরা শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। রাজ্যের বিজেপি পরিচালিত সরকার যুবদের এই ন্যায্য দাবি সহানুভূতির সাথে শোনা দূরে থাক জমায়েত শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই শান্তিপূর্ণ এই বিক্ষোভের উপর পুলিশকে লাঠি চালাতে আদেশ দেয়। নির্মম লাঠিচার্জে শতাধিক যুবক-যুবতী আহত হন। মহিলা বিক্ষোভকারীদের পুরুষ পুলিশ অশ্লীলভাবে টানাটানি করতে থাকে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ নামদেব সহ শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

এস ইউ সি আই (সি) মধ্যপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল এই লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করে বলেন, সংগ্রামী এই যুবকরা যেভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দৃঢ়তা দেখিয়েছেন তার জন্য তাঁদের অভিনন্দন জানাই। সরকারের সমস্ত অগণতান্ত্রিক জনবিরোধী কাজকে রুখতে এভাবেই আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড রামনজনাপ্পা আলদালি এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রতিভা নায়ক ওইদিন এক বিবৃতিতে এই লাঠিচার্জের তীব্র নিন্দা করেন। তাঁরা দাবি করেন যুবকদের ন্যায্য দাবি মেনে সরকারকে অবিলম্বে শূন্য পদে নিয়োগের কাজ শুরু করতে হবে।

মধ্যপ্রদেশের ভোপালে এআইডিওয়াইও-র বিশাল যুব বিক্ষোভে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ। পুলিশ টেনে হিঁচড়ে গ্রেপ্তার করছে বিক্ষোভকারীদের। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক সহ ১০০ জন গ্রেপ্তার ও আহত বহু।

বিক্ষোভে সামিল পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা

বজবজ

বেলডাঙা

৮ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ওই দিন পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজ নিজ পৌরসভার সামনে বিক্ষোভ, অবস্থান, অবরোধের কর্মসূচি পালন করেন।

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ জুলাই মাস থেকে সরকার করোনা ভাতা বন্ধ করে দিয়েছে এবং করোনা আক্রান্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের সরকার ঘোষিত জীবনবিমা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এর প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্বাস্থ্যকর্মীরা এ দিন স্বাক্ষর সংবলিত স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানান, অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন বৃদ্ধির ঘোষণা করতে হবে, অবসরকালীন ভাতা দিতে হবে, অবসরের বয়সসীমা পঁয়ষট্টি বছর করতে হবে, করোনা ভাতা চালু রাখতে হবে এবং আক্রান্ত পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের জীবনবিমা দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে রাজ্য সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু এই আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনের জন্য পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

বিধান নগর

নন্দীগ্রামে আমপান ক্ষতিপূরণে দুর্নীতি বন্ধের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুরে এস ইউ সি আই (সি) দলের নন্দীগ্রাম লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ২ সেপ্টেম্বর বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয়, কারা ঘূর্ণিঝড় আমপানে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি মোরমতের টাকা পেয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। প্রকৃত যে ক্ষতিগ্রস্তরা টাকা পাননি তা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ধান-পান-মাছ-সবজি চাষিদের ক্ষতিপূরণ, ভেঙে যাওয়া পোলট্রি ও গোয়াল নির্মাণে আর্থিক সহায়তা, কাঁচা ঘর, ঝুপড়িতে বসবাসকারী সকলকে বাংলা আবাস যোজনায় পাকা ঘর দেওয়া, স্থানীয় স্কুল, ক্লাব, সাংস্কৃতিক সংস্থা ইত্যাদির ক্ষতিগ্রস্ত ঘরের পুনর্নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় কবলিত এলাকায় তিন মাসের বিদ্যুৎ বিল মকুব, প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষাকারী বৃক্ষরোপণ, বার্ধক্য ও বিধবা ভাতা, পুরো নন্দীগ্রাম মৌজায় সুষ্ঠু জলনিকাশি ব্যবস্থা ইত্যাদি দাবি সংবলিত স্মারকলিপি দিয়ে নেতৃবৃন্দ জানান এই দাবি পূরণে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

রেল এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ

করোনা মহামারিতে মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার একের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত জনগণের ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে। রেল ব্যবস্থাকে পুরোপুরি বেসরকারি মালিকদের হাতে বেচে দেওয়ার লক্ষ্যে তারা একাধিক ট্রেন, স্টেশন ইতিমধ্যেই বেসরকারি হাতে তুলে দিয়েছে। লোকাল ট্রেন, মাল পরিবহণের প্রায় সমস্তটাই, বেশ কিছু পরিষেবা এবং রেল কারখানাগুলি একে একে বেসরকারি হাতে চলে যাবে তা ঘোষণাই হয়ে গেছে। একই সাথে রেলের অর্ধেকের বেশি পদ বিলোপ করা, নতুন নিয়োগ বন্ধের মধ্য দিয়ে দেশের বেকার যুবকদের চাকরির সুযোগকে আরও সংকুচিত করা হয়েছে। রেলের উপর নির্ভরশীল অসংখ্য হকার, কম ভাড়ার মান্থলি টিকিটে যাতায়াত করা পরিচারিকা, নির্মাণ কর্মী, অসংগঠিত শ্রমিকদের মতো লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষ এর ফলে চরম বিপদে পড়বেন।

এর প্রতিবাদে ১০ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলায় এস ইউ সি আই (সি) দলের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ রেল স্টেশন এবং কলকাতায় পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলের সদর দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন এবং আধিকারিকদের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। দলের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ীর নেতৃত্বে দুজনের প্রতিনিধি দল ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজারের ব্যক্তিগত সচিবের কাছে স্মারকলিপি দেন। বিএনআর-এ দক্ষিণ পূর্ব রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসারের কাছে কলকাতা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড জুবের রব্বানির নেতৃত্বে দুজনের প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দেন। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে দক্ষিণবঙ্গে খড়গপুর, মেদিনীপুর, বাখরাবাদ স্টেশন। কলকাতার উপকণ্ঠে সোনারপুর স্টেশন সহ রাজ্যের বহু স্টেশনে এবং রেলের নানা দপ্তরে বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শিলিগুড়িতে দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড গৌতম ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি দেয়।

দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে রেলমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। রেল হকার, পরিচারিকা, নির্মাণ কর্মী ইত্যাদিদের সংগঠিত করে প্রতিবাদ সংগঠিত করা হবে।

সোনারপুর

শিলিগুড়ি

বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

গার্ডেনরিচ, বিএনআর

খড়গপুর

দীঘায় কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ

কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন দিঘা হাওয়া অফিস কর্তৃপক্ষ বেআইনিভাবে কর্মরত সিকিউরিটি গার্ডদের কাজ না দিয়ে নতুন কর্মী নিয়োগ করছে। এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত কনট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কলকাতার রিজিওনাল লেবার কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। লেবার কমিশনার এই দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে বিষয়টি মেটানোর জন্য সব পক্ষকে আলোচনায় ডাকতে বাধ্য হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, জলপাইগুড়ির ফ্লাড অফিস থেকে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে গত চার মাস ধরে আন্দোলন চলছে। চাপে পড়ে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে দাবি মেনে নিতে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এই কনট্র্যাকচুয়াল কর্মীদের চাকরির স্থায়িত্বের দাবিতে তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

পাঠকের মতামত

কালজয়ী সাহিত্যিক

একেবারে পথের পাশের মানুষের জীবন সংগ্রাম অনুসন্ধান করে, শ্রদ্ধা জানিয়ে, ভালোবেসে যিনি ঠাই দিয়েছেন তাঁর সাহিত্যে, অত্যন্ত যত্নের সাথে এক একটি চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাকে কালজয়ী করে উপস্থাপিত করেছেন আমাদের কাছে অনুপ্রেরণার জন্য, মানুষ হবার উপাদান সংগ্রহের জন্য, তিনি আমাদের সকলের প্রিয় পার্থিব মানবতাবাদী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি জীবনকে কেন্দ্র করে যে ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি হয়, মানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে জটিলতা গড়ে ওঠে, মানুষের মনে যে অনুভূতি এবং হৃদয়াবেগ জন্ম নেয়, তার উপরে ক্রিয়া করে সূক্ষ্ম রসের উপলব্ধি ঘটিয়ে এবং ব্যথা-বেদনা জাগিয়ে দিয়ে মানুষের মনে ভারী তত্ত্বগুলোকে গেঁথে দিতে চেয়েছেন।

একটি সাহিত্য সভায় যোগ দেওয়ার আবেদন নিয়ে আসা এক ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার সাহিত্যে পতিতা স্থান পেয়েছে। এর কোনও বিশেষ কারণ আছে কি? এ কথা শোনার পর শরৎচন্দ্র আনমনা হয়ে পড়েন এবং তাকে বলেন, 'বিশেষ কারণ যে কি তা আমি জানি না। তবে আমি অনেককে জানি, নিজের চোখেও দেখেছি, তাদের অনেকের মধ্যে এমন কিছু আছে যা অনেক বড় ও মহৎ লোকের মধ্যে নেই। ত্যাগ, ধর্ম, দয়া, মায়া, প্রেম, ভালোবাসা মানুষের যতগুলি ভালো গুণ আছে তার কোনওটারই অভাব তাদের চরিত্রে নেই। ভদ্রতার মোহে পড়ে একথা অস্বীকার করলে বড় অধর্ম হবে। কোনও মানুষের সবটাই কালো, নোংরা, শোধরাবার মতো কোনও বস্তুই তার কাছে নেই, তা হতে পারে না।' প্রিয় বন্ধু চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন বলেছিলেন, 'আমি বেশি পড়াশোনা করিনি, আমার জ্ঞানবুদ্ধিও তেমন বিশেষ কিছু নেই। আমার লেখা অনেকে পড়তে ভালোবাসে তার কারণ বোধহয় এই যে, আমি যেটুকু লিখেছি তা আমার চোখে দেখা ও অনুভূতির রসে ভেজা।' অত্যন্ত বিশ্বাসের সাথে বলতেন, 'পূর্বের মতো রাজা-রাজড়া জমিদারের দুঃখ-দৈন্য-দ্বন্দ্বহীন জীবন ইতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন ভরে না। তা নিচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আফসোসের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে রুশ-সাহিত্যের মতো যেদিন সে আরও সমাজের নিচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখ, দুঃখ, বেদনার মাঝখানে দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।'

দারিদ্রের মধ্যেই তিনি বড় হয়েছেন। লেখাপড়া বেশি দূর করতে পারেননি, কিন্তু জীবনের পাঠশালায় অভিজ্ঞতার ঝোলাটি তিনি এমনভাবে ভরে তুলেছিলেন তা দিয়ে মানুষকে চেনবার, বোঝবার অপরিসীম ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন। মানুষকে তিনি যতটা চিনতেন তার চেয়ে অনেকগুণ তাদের তিনি ভালবাসতে পারতেন। সেই অকৃত্রিম ভালোবাসার স্রোতধারা এমনি করেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকেও প্রভাবিত করেছিল। সেই সময়ে দেশবন্ধুকে কংগ্রেসের মধ্যেই নানাভাবে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। একটি মঞ্চে সভার সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীকে দেশবন্ধু রুলিং সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে শ্যামবাবু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন , "I won't hear that man."দেশবন্ধুর চোখ দুটো অভিমানে জ্বলে উঠলো। শরৎচন্দ্র রেগে গিয়ে বললেন, 'শ্যামবাবু আপনি দেশবন্ধুকে 'That man ' বললেন, 'That gentleman' পর্যন্ত বলতে পারলেন না?' শ্যামবাবু তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে শরৎচন্দ্রকে বললেন,"I can't stand your face." শরৎচন্দ্র অপমান সহ্য করতে পারলেন না। রাগে গরগর করতে করতে তিনি সভা ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন। বাসায় ফিরে এসে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে দারুণ ক্রোধের সাথে দেশবন্ধুকে বললেন, 'যে রাজনীতি ভদ্রলোককে এমন ভাবে অপমান করে তাতে আমি আর নেই।' দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রের একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই করুন শরৎবাবু, এবারে আপনি ছেড়ে দিন। আপনি সাহিত্যিক, শিল্পী মানুষ আপনার অনুভূতি বড় ডেলিকেট। এত ব্যথা আর অপমান আপনার সহ্য হবে না।..... আপনি কংগ্রেস আর পলিটিক্স একেবারে ছেড়ে দিন।' শরৎচন্দ্র একটি চেয়ারে বসলেন। বুকের ভেতর থেকে এক গভীর ব্যথা অনুভব করে তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'আপনার এই অসহায় অবস্থা, চারিদিকে এই বাধা বিদ্রুপের বেড়াজাল, এর মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিয়ে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কী করে? আমাদের ব্যথা তো নিতান্তই সামান্য, কিন্তু আপনি যে দুঃখের মহার্ণব হয়ে রয়েছেন। না, আপনাকে ছেড়ে পালাতে পারবো না।'

এই ভাবেই এই মহান শিল্পী শুধু সাহিত্যে নয়, বাস্তব জীবনেও মানুষকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে পেরেছেন এবং আমাদেরকেও সেই পথের সন্ধান দিয়ে গেছেন। আর দিয়ে গেছেন মানুষকে চিনবার, বোঝবার এক অনন্য বিচারধারা। এই মহান শিল্পীর প্রতি রইল আমাদের গভীর শ্রদ্ধা।

গৌতম দাস , মালদা

আসামে ব্যাপক বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ

করোনা মহামারি পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জীবন যখন সমস্ত দিক থেকে বিপর্যস্ত তখন ব্যাপক বাসভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল আসামের বিজেপি সরকার। শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখার নামে অর্ধেক যাত্রী তোলার কথা বলে ভাড়া দ্বিগুণ এমনকি কোথাও কোথাও তিনগুণ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এস ইউ সি আই কমিউনিস্টের পক্ষ থেকে এই ভাড়াবৃদ্ধিতে সরকারি অনুমোদনের তীব্র প্রতিবাদ করে ১০ সেপ্টেম্বর রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক বিক্ষোভ দেখানো হয়। দাবি করা হয়, প্রয়োজনে সরকার বাসমালিকদের ভরতুকি দিক কিংবা সরকার নিজে বাস চালানোর দায়িত্ব নিক। কোনও ভাবেই ভাড়া বাড়ানোর সিদ্ধান্ত রাজ্যের জনগণ মানবে না।

উল্লেখ, পশ্চিমবঙ্গেও সরকারি আশ্বাস এবং বাসমালিকদের ভরতুকি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও প্রাইভেট বাসমালিকরা যাত্রীদের কাছ থেকে ইচ্ছামতো ভাড়া নিচ্ছে। তা এমনকি কোথাও দ্বিগুণ পর্যন্ত। স্বাভাবিক ভাবেই এ নিয়ে যাত্রীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক, ঝামেলা লেগেই আছে। সরকার অবিলম্বে এ ব্যাপারে দৃঢ় ভূমিকা পালন করুক।

বিশিষ্ট কৃষক নেতা কমরেড অশোক কুমার সিং-এর জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিহার রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য এবং অল ইন্ডিয়া কিষাণ-খেতমজদুর সংগঠনের বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক কুমার সিং গত ১ সেপ্টেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সেদিনই মজফফরপুরে এক পথ দুর্ঘটনায় তিনি মারাত্মক আহত হন। দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তাঁর প্রাণ বাঁচানো যায়নি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

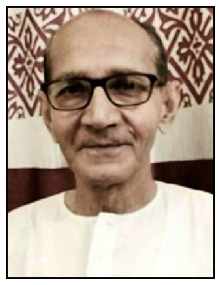

১৯৭০-এর দশকে যখন দেশে কংগ্রেস সরকারের জনবিরোধী নীতি ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলছে, সেই সময় ছাত্রবয়সে কমরেড অশোক সিং নকশাল আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। এ সময় জেলে থাকাকালীন তিনি এস ইউ সি আই (সি)-র প্রাক্তন বিহার রাজ্য সম্পাদক কমরেড শিবশঙ্করের মাধ্যমে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। ১৯৭২ সালে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি এস ইউ সি আই (সি)-র সাথে যুক্ত হন। দলের কৃষক-খেতমজুর সংগঠনের কর্মসূচিগুলিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। দ্বারভাঙা জেলায় পার্টির সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। বিহারের বিশেষ সমস্যা, বন্যা-খরা, ইত্যাদির স্থায়ী সমাধানে সমস্ত বাম দলগুলির যৌথ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলনের প্রথম রাজ্য স্তরের কনভেনশন দ্বারভাঙা জেলায় আয়োজিত হয়েছিল। এই আয়োজনেও কমরেড অশোক কুমার সিং দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। এ আন্দোলন আজও চলছে। ২০০৭ সালে গুজরাটের সুরাটে প্রবাসী শ্রমিকদের সম্মেলনে তিনি বিহার রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ২০০৯-'১০ সালে মজফফরপুরে কৃষিজমিতে অ্যাসবেস্টস কারখানা নির্মানের বিরুদ্ধে 'খেত বচাও জীবন বচাও জন সংঘর্ষ কমিটি'র আন্দোলনে তিনি অত্যন্ত প্রেরণাদায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। এ জন্য পুলিশি হামলার শিকার পর্যন্ত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের জয় হয়। মধুবনী জেলায় ৩৫০ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণ করে চিনিকল নির্মাণের বিরুদ্ধে পার্টির আন্দোলনেও তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে। এই আন্দোলনও জয়ী হয়েছিল।

কৃষক আন্দোলনে থাকলেও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কর্মসূচি কিংবা সেভ এডুকেশন কমিটির কর্মসূচি, সবেতেই কমরেড অশোক কুমার সিং সমান উদ্যোগ নিতেন। এআইকেকেএমএস-এর রাজ্য সম্পাদক হিসাবে সংগঠনের বিস্তারের জন্য সদাসক্রিয় থাকতেন তিনি। খরা সমস্যা নিয়ে তালিনাড়ুর কৃষকরা যখন সংসদে ধর্না দেন এবং অনশন করেন, এআইকেকেএমএস-এর প্রতিনিধি দল তাঁদের সাথে দেখা করতে গেলে সেই দলেও ছিলেন কমরেড অশোক কুমার সিং।

তিনি সবসময় কমরেডদের সংস্পর্শে থাকতেন। তাঁদের বিকাশের ক্ষেত্রে কিছু মনে হলে বলতেন, সমালোচনা-আত্মসমালোচনায় সক্রিয় অংশ নিতেন। সমষ্টির মত বা সিদ্ধান্ত মেনে চলার আন্তরিক চেষ্টা করতেন। ছোটদের অত্যন্ত খেয়াল রাখতেন। সম্ভাবনাময় কমরেডদের বিশেষ যত্ন নিতেন। তাঁর গোটা পরিবারকে তিনি পার্টির সাথে যুক্ত করেছেন। তাঁর সন্তান দলের সর্বক্ষণের কর্মী।

কমরেড অশোক কুমার সিং-এর জীবনাবসানে কৃষক আন্দোলনের অত্যন্ত ক্ষতি হল। এস ইউ সি আই (সি) হারালো এক বলিষ্ঠ নেতাকে।

কমরেড অশোক কুমার সিং লাল সেলাম

রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে গণস্বাক্ষর অভিযান

বিজেপি সরকারের রেল বেসরকারিকরণের নীতির বিরুদ্ধে মধ্যপ্রদেশে ব্যাপক গণস্বাক্ষর অভিযানে নেমেছে 'নিজিকরণ বিরোধী আন্দোলন কমিটি'। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত এক কনভেনশনে প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল আনন্দমোহন মাথুর, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অরুণ কুমার, বিশিষ্ট কৃষক নেতা সত্যবান, এস ইউ সি আই (সি) দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক প্রতাপ সামল এবং বহু সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-যুব সহ কয়েক শত প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে গঠিত হয় বেসরকারিকরণ বিরোধী গণকমিটি।

করোনা পরিস্থিতির জন্য কিছুদিন কমিটির কাজ ব্যাহত হলেও ৯ আগস্ট থেকে কমিটি শুরু করেছে এক মাস ব্যাপী অনলাইন স্বাক্ষর সংগ্রহে কর্মসূচি। ওইদিন এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় কমিটির সভাপতি আনন্দমোহন মাথুর, বিশিষ্ট সমাজকর্মী মেধা পাটকর, পোস্টাল ইউনিয়নের সম্পাদক সাফি সেখ, প্রতাপ সামল প্রমুখ এই এক মাসব্যাপী স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করেন। হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। ইতিমধ্যে আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন, জেএইউয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং শহিদ ভগৎ সিংয়ের প্রামাণ্য জীবনীকার অধ্যাপক চমনলাল, চলচ্চিত্র অভিনেতা সুশান্ত সিং, বিশিষ্ট সাহিত্যিক গওহর রাজা, পশ্চিম মধ্য রেল কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক মুকেশ গালওব, সহ বহু বিশিষ্ট নাগরিক। ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষ এই পিটিশনে স্বাক্ষর করেছেন। প্রতিদিনই সেই সংখ্যা বাড়ছে।

বেলদায় বিক্ষোভ

পশ্চিম মেদিনীপুর বেলদা থানা এলাকার বাখরাবাদে জাতীয় সড়কের উপর জনবহুল এলাকায় বায়ুসেনার জরুরি অবতরণের রানওয়ে তৈরির প্রতিবাদ করে তা জনহীন এলাকায় করার দাবি জানাল এসইউসিআই (সি)। অন্যথায় রাস্তার ধারে বহু দোকান ও হকারের জীবিকা চলে যাবে। ছবি ঃ ১০ সেপ্টেম্বর

খেলনা পরে
আগে শিশুদের খাবার দিন প্রধানমন্ত্রী

আমাদের দেশের শাসকদের রসবোধ নেই কে বলে? না থাকলে কী আর করোনা অতিমারিতে বিপর্যস্ত দেশের সামনে 'মন কি বাত' বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী দুর্দশাগ্রস্ত, ক্ষুধার্ত শিশুদের খেলনা দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করতেন! ৩০ আগস্টের সেই অনুষ্ঠানে তিনি রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত টেনে এনেছেন এই কাজে। কিন্তু শুধু একটা কথা বলে যদি দেশকে ধন্য করতেন তিনি এই দুঃসময়ে ওই কচি পেটগুলোতে দু'টো ভাতের জোগাড়ের দিশা কোথায় পাওয়া যাবে?

বিগত ৪ মাসেই শুধু ২ কোটি মানুষ বেকার হয়েছেন। ফলে ওই সমস্ত পরিবারের শিশুরা সব প্রধানমন্ত্রীর 'খেলনা হাবে'র জন্য হাপিত্যেশ করে আছে এই তথ্যটা কে তাঁকে দিয়েছে জানতে পারা যায়নি অবশ্য। করোনার জন্য স্কুল বন্ধ। এদিকে বাবা-মায়ের কাজ চলে যাওয়ায় তথাকথিত অনলাইন ক্লাস তাদের ধরাছোঁয়ার অনেক বাইরে। আর যে সব পরিবারে শিশুটিকেই ইট বয়ে, মাটি কেটে, হোটেলের বাসন ধুয়ে, মোট বয়ে সংসারের ক্ষুধার আগুনের রসদ জোগাতে হয়, তারা কী করছে? তারা যে আগের চেয়ে আরও কম মজুরিতে, আরও বিপদের কাজে আরও বেশি সময় ধরে কাজ করতে করতে ওই ক্ষুদ্র প্রাণটাকে শেষের দিকেই নিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী তার খোঁজ রাখেন না। শিশুশ্রম বাড়ছে। শুধু এ কথা বললে কিছুই বোঝা যাবে না হয়ত। আগে যত শিশু রোজগারের বাজারে নামতে বাধ্য হত, তাদের সংখ্যা বেড়েছে ১০৫ শতাংশ। এর মধ্যে ছেলেদের সংখ্যা বেড়েছে ৯৪.৭ শতাংশ, মেয়েদের ১১৩ শতাংশ হারে। আগে স্কুলে গেলে দুপুরে যারা দু'মুঠো খেতে পেত তাদের অভিভাবকদের হাতে স্কুল ধরিয়ে দিচ্ছে শুকনো চাল আর কিছু আলু। তাও মাসে একবার। অভাবের সংসারে ওই চালটা ফুটিয়ে দেওয়ার সময় কোথায়। সকলে মিলে যেভাবে হোক কিছু জোগাড়ের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরছে। বাড়ছে তাই শিশুদের রোগ, অপুষ্টি। শুধু এই সময় নতুন করে দেশে ৩ লক্ষেরও বেশি শিশু মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে।

আর শিক্ষা! ওয়েস্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম এবং ক্যাম্পেন এগেনস্ট চাইল্ড লেবার নামে দুটি সংগঠন লকডাউন পিরিয়ডে শিশুদের পরিস্থিতি নিয়ে সমীক্ষা করেছে। রাজ্যের ১৯টি জেলার ২১৫৪টি শিশুর মধ্যে সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মাত্র ২৯ শতাংশ শিশু অনলাইনে শিক্ষা নিতে পারছে অর্থাৎ বাকি ৭১ শতাংশ শিশু শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে ছিটকে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল ভারতে জাতীয় গড় কিন্তু আরও শোচনীয়। মাত্র ১৪ শতাংশ শিশু অনলাইন ক্লাসের সুযোগ পাচ্ছে। অর্থাৎ ৮৬ শতাংশ শিশু শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না।

যাদের ঘরে একটু খাবারের সংস্থান আছে তাদের হালও ভাল নয়। ইউনিসেফের সমীক্ষা দেখাচ্ছে। একদিকে ঘরে বদ্ধ অবস্থা, অন্যদিকে ডিজিটাল পড়াশোনার নানা অসুবিধা— সাঁড়াশির চাপে তাদের ত্রাহি অবস্থা। কল্পনাপ্রবণ শিশুমন ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছে। অনলাইনে পরীক্ষা তাদের উপর আরও ভীতির সৃষ্টি করছে। অনেকের বাড়িতে বাবা-মা দু'জনে কাজে বেরোলে নেট-নির্ভর পড়াশোনায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়াও প্রবল চাপ তৈরি করছে শিশুদের মনে।

এই পরিস্থিতিতে বাড়ছে নাবালিকা বিয়ে। নিরুপায় বাবা-মা পরিবারের সকলের অনাহার কাটাতে নামমাত্র টাকায় পাচারকারীদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হচ্ছেন সন্তানকে। একদিকে খাবারের অভাব, পুষ্টির অভাব, চিকিৎসাহীন অবস্থা, অন্যদিকে দমবন্ধকর পরিস্থিতিতে বেড়ে ওঠা শিশুমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে। বহু পরিবারে আর্থিক দুরবস্থার কারণে অশান্তি লেগেই রয়েছে। তারও প্রভাব পড়ে শিশুদের উপর। শারীরিক ও মানসিক দু'দিক থেকেই ভয়ঙ্করভাবে আক্রান্ত হচ্ছে শিশুমন।

প্রধানমন্ত্রী কিংবা তার সরকার এই সব শিশুদের কথা ভেবেই কি হঠাৎ খেলনা হাবের খোয়াব দেখিয়েছেন? না, আসলে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক সংস্থাগুলি এই অতিমারির সুযোগে চীনের ধাক্কা খাওয়া খেলনার বাজারটিকে নিয়ে মুনাফার নতুন রাস্তা খুলতে চায়। তাই হঠাৎ প্রধানমন্ত্রীর খেলনা প্রীতি। এ দেশের বুভুক্ষু, শ্রমের ভারে ক্লান্ত শিশুদের কাছে যা এক অতি নিষ্ঠুর রসিকতা। কত নিচে নামলে একটা সরকার এমন করে বলতে পারে সেটাই আজ মানুষকে বুঝতে হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি তেলেঙ্গানায়

৫ আগস্ট হায়দরাবাদের সুন্দরাইয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রে অগণতান্ত্রিক, অবৈজ্ঞানিক ও পুরোপুরি কর্পোরেট মালিকদের স্বার্থে রচিত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবিতে এআইডিএসও সহ অন্যান্য বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলির উদ্যোগে এক সভা হয়। সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে একটি খোলা চিঠি দেওয়া হয়। ডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক আর গঙ্গাধর বলেন, খোলা চিঠিতে তারা মুখ্যমন্ত্রীকে শিক্ষার সম্পূর্ণ ব্যবসায়ীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের জন্য আনা জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন।

শ্রমমন্ত্রীর কাছে দাবিপত্র এআইইউটিইউসি-র

২৭ আগস্ট রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীর সাথে দেখা করে পরিযায়ী শ্রমিক সহ নানা সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাজ, রেশন ও চিকিৎসা, সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা ও সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, হকারদের পরিচয়পত্র, মোটরভ্যান চালকদের লাইসেন্স, চা ও বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, পরিচারিকাদের কাজের ব্যবস্থা না হলে সরকারি অনুদান, মৎস্যজীবীদের সুন্দরবনে মাছ-কাঁকড়া ধরার অধিকার, শ্রমদিবস ৮ ঘন্টা রাখার দাবি সহ ২৫ দফা দাবিপত্র পেশ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এবং অফিস সম্পাদক তপন মুখার্জী।

শ্রমমন্ত্রী জানান, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য একটি বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং জেলায় জেলায় তাদের নাম নথিভুক্ত করার কাজ চলছে, মোটরভ্যান চালকদের পরিবহণ শ্রমিক হিসাবে পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শুরু করা হবে, হকার সহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ১২ হাজার টাকা সহজ শর্তে ঋণ দেওয়া হবে ও পরিচয়পত্র দেওয়ার কাজ শুরু হবে। তিনি এও জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারিকরণের নীতি এবং ১২ ঘণ্টা শ্রমদিবস করার বিরোধিতা করে চিঠি দিয়েছেন। বিড়ি শ্রমিকরা যাতে গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পান সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরে চিঠি লেখার প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

যখন তখন ছাঁটাই সরকারি কর্মীদের

কেন্দ্রীয় সার্কুলারের প্রতিবাদে এ আই ইউ টি ইউ সি

এ আই ইউ টি ইউ সি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ১ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, ২৮ আগস্ট এক সার্কুলারের মাধ্যমে ১৯৭২ সালের দানবীয় এবং স্বৈরাচারী 'ফান্ডামেন্টাল রুল এবং সিসিএস (পেনশন) রুলের ৪৮ নম্বর ধারাকে কাজে লাগিয়ে যে কোনও সময় সরকারি কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের নিরঙ্কুশ অধিকার নির্দিষ্ট কিছু আমলার হাতে তুলে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি কর্মচারীদের বহু কষ্টার্জিত অধিকারের উপর এ এক মারাত্মক আঘাত। এই ফ্যাসিবাদী অপচেষ্টাকে সর্বশক্তি দিয়ে রুখতে হবে।

এই স্বৈরাচারী আদেশ অবিলম্বে পুরোপুরি প্রত্যাহার করার দাবি জানাচ্ছি আমরা। দেশের মেহনতী মানুষ বিশেষত সরকারি কর্মচারীদের কাছে আমাদের আবেদন এই সার্কুলার প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করার জন্য শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হোন।

মনীষীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠার দাবি আদায় তমলুকে

স্বাধীনতা আন্দোলনে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ভূমিকা চিরস্মরণীয়। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুক এবং আপসহীন ধারার বিপ্লবী আন্দোলন ও ভারতছাড়ো আন্দোলনে 'স্বাধীন তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। জেলা প্রশাসনের কাছে দীর্ঘদিন ধরে তমলুক শহরবাসীর দাবি তমলুকের স্মৃতি বিজড়িত শহিদ ক্ষুদিরাম বসু, মাতঙ্গিনী হাজরা সহ বিপ্লবীদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের আন্দোলনের ইতিহাস স্কুলপাঠ্য বইতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তমলুক হাসপাতাল মোড়ে ক্ষুদিরাম বসুর ছোট একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি রয়েছে। এখন গ্রিন সিটি প্রকল্পে শহরের সৌন্দর্যায়ন চলছে। হঠাৎ দেখা যায়, কিছু পুতুল ক্ষুদিরাম মূর্তির চারিদিকে কিছু পুতুল বসানো হয়েছে, যা তাঁর বলিষ্ঠতা ও আত্মত্যাগের প্রেরণার সাথে বেমানান। এই ঘটনায় এলাকার ছাত্র যুব মহিলা ব্যবসায়ী শিক্ষক অধ্যাপক সহ পথচলতি মানুষ ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ডিএসও-ডিওয়াইও-এমএসএস এবং তমলুক পৌর নাগরিক সমিতি এর প্রতিবাদে এলাকায় প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলে। পত্রপত্রিকা, সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় ওঠে। ২ সেপ্টেম্বর জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, পৌরসভায় তারা মিছিল করে বিক্ষোভ দেখায় এবং স্মারকলিপি প্রদান করে। প্রশাসন তড়িঘড়ি পুতুলগুলো সরিয়ে দিতে বাধ্য হয় এবং ক্ষুদিরামের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি বসানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এই জয় গণআন্দোলনের ফলেই সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করে সংগঠনগুলি। এছাড়া তমলুক মানিকতলায় মাতঙ্গিনী হাজরা ও নিমতলাতে সতীশ সামন্তের পূর্ণাবয়ব মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং হাসপাতাল মোড়কে 'ক্ষুদিরাম বসু মোড়', মানিকতলা মোড়কে 'মাতঙ্গিনী হাজরা মোড়' এবং নিমতলাকে 'সতীশ সামন্ত মোড়' নামকরণ করা ও এই স্থানগুলিতে আলোর ব্যবস্থা করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনগুলি।

বিপিসিএল-এর ধর্মঘটকে সমর্থন এআইইউটিইউসি-র

ভারত পেট্রোলিয়াম করপোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল)-এর বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ৭-৮ সেপ্টেম্বরের সারা ভারত ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ৬ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, বিপিসিএলের সম্পূর্ণ বেসরকারিকরণ এবং শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে এই ধর্মঘটকে আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই।

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল সংস্থা বিপিসিএলকে বেসরকারিকরণ করার এই শ্রমিকবিরোধী এবং জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।

আরও বেশি মদ বিক্রির নীতির তীব্র প্রতিবাদ এমএসএসের

'মদ বিক্রিতে লক্ষ্যমাত্রা, না পারলে জরিমানা'— রাজ্য আবগারি দপ্তরের এই ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত।

রাজ্য সরকার আগামী বছর মদ বিক্রি করে ২০ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব উপার্জনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে বিক্রেতাদের লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে না পারলে তাদের লাইসেন্স বাতিল হবে। রাজকোষ ভরানোর উদগ্র বাসনায় যে কোনও উপায়ে মদ বিক্রি বাড়িয়ে রাজ্যের মানুষ বিশেষত ছাত্র-যুবকদের মদের নেশায় আসক্ত করে সমাজকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়ার সর্বনাশা নীতি নিয়েছে রাজ্য সরকার।

৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ কথা কারও অজানা নয়, মদের কারণে নারী নির্যাতন, পারিবারিক হিংসা, অশান্তি ও অপরাধপ্রবণতা কী ভাবে বাড়ে। পাশের রাজ্য বিহার মদ নিষিদ্ধ করে অপরাধপ্রবণতা অনেক কমাতে পেরেছে। আর পশ্চিমবঙ্গে তা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার মদ বিক্রি ছাড়া রাজস্ব উপার্জনের আর কোনও রাস্তা দেখতে পাচ্ছে না।

সংগঠনের দাবি, সমাজ সভ্যতাকে রক্ষা করার লক্ষ্যে রাজ্যে মদ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে।

মদ বিক্রি বৃদ্ধির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এআইএমএসএস সারা রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। ছবিতে ১০ সেপ্টেম্বর পূর্বমেদিনীপুরের তমলুকে জেলা আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ

আশাকর্মীদের বিক্ষোভ ডেবরায়

আশাকর্মীদের স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর মর্যাদা, করোনা পরিস্থিতিতে মাসে অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা দিতে হবে, ফরম্যাট বহির্ভূত কাজ দেওয়া চলবে না, কোভিড চিহ্নিত করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে লালারস সংগ্রহ করার কাজে নিযুক্ত করা চলবে না, ফরম্যাট বহির্ভূত প্রতিটি কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে হবে, ইত্যাদি নয় দফা দাবিতে ৪ সেপ্টেম্বর পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের আশা কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান এবং ডেবরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের বিএমওএইচ-কে ডেপুটেশন দেন। আশা কর্মীদের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন কাজল চক্রবর্তী অধিকারী, ঋদ্ধি মহাপাত্র, ববিতা মিশ্র, সবিতা ওঝা, মলি গিরি, স্বপ্না পাল সাউ সহ অন্যরা। বিএমওএইচ প্রতিটি দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে তাঁর পক্ষে যেগুলি করার সেগুলি করবেন এবং বাকি বিষয়গুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে জানিয়েছেন।

দার্জিলিংয়ে আশাকর্মী আন্দোলন

স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে স্বীকৃতি, উপযুক্ত ট্রেনিং ও নিরাপত্তা এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিকের দাবিতে ৪ সেপ্টেম্বর দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের বিএমওএইচকে ডেপুটেশন দিলেন আশাকর্মীদের এক প্রতিনিধি দল।

চাকরির দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রতিবাদপত্র যুবশ্রীদের

পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির আহ্বানে ১ সেপ্টেম্বর থেকে যুবশ্রী পত্র-প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে। রাজ্য জুড়ে হাজার হাজার যুবশ্রী তরুণ-তরুণী মুখ্যমন্ত্রী উদ্দেশে লেখা চিঠিতে চাকরির আবেদন জানান। বহুবার আবেদন সত্ত্বেও ২০১৩ সালে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি— যুবশ্রী থেকে স্থায়ী কর্মসংস্থান আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। গত ৭ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা গেটে এই দাবিতে বিক্ষোভরত যুবশ্রীদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে বহুজনকে আহত করে, গ্রেপ্তারও করে অনেককে। যুবশ্রী থেকে স্থায়ী কর্মসংস্থান, চাকরি না দেওয়া পর্যন্ত জীবনধারণের মতো ভাতা প্রদান প্রভৃতি দাবিতে যুবশ্রীরা বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে চিঠি লিখে ডাকযোগে নবান্নের উদ্দেশে পাঠাচ্ছেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হবেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্যরা।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com